আমার পণ্য আমার দেশ

NCC Bank
with you always

ROAD TO MADE IN BANGLADESH AUTOMOBILES & AGRO-MACHINERY FAIR 2025

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ
BANGLADESH CHAMBER OF INDUSTRIES

আমার পণ্য আমার দেশ®

Organized by

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ
BANGLADESH CHAMBER OF INDUSTRIES

In Association with

BAAMA

AMMA-B

NCC Bank
with you always

ROAD TO MADE IN BANGLADESH AUTOMOBILES & AGRO-MACHINERY FAIR 2025

Gold Sponsor

Shahjalal Islami Bank PLC.

SUZUKI MOTORBIKES

AKIJ MOTORS
(সবার জন্য গাড়ি)
www.akijmotors.com

Silver Sponsor

মার্কেন্টাইল ব্যাংক

Beverage Sponsor

MGI

Bronze Sponsor

পুবালী ব্যাংক পিএলসি.
PUBALI BANK PLC.

Media Partner

সমকাল | The Daily Star | বণিক বার্তা

Event Partner

ThirdEye

CONTENTS

শুভেচ্ছা বাণী	03
শুভেচ্ছা বাণী	04
সভাপতির বক্তব্য	05
মেলা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়কের বক্তব্য	07
স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান এর বক্তব্য	09
আহ্বায়ক সম্পাদনা পরিষদ এর বক্তব্য	10
মেলা বাস্তবায়ন কমিটি	11
স্মরণিকা ও প্রকাশনা সম্পাদনা পরিষদ	11
BCI AT A GLANCE	12
Some glimpse of BCI recent activities	19
Automobile Sector in Bangladesh: Challenges & Prospects	23
বাংলাদেশে কৃষি যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশের উৎপাদনের সক্ষমতা ও চ্যালেঞ্জ	30
Light Engineering needs research based pyramid model	32
এলডিসি থেকে উত্তরণ এবং বাংলাদেশে দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপকের চাহিদা পূরণে করণীয়	34
Bridging the gap: Competition instruments and the development of MSMEs in Bangladesh	37
প্রোডাক্ট ডাইভার্সিটি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নে উদ্ভাবনের গুরুত্ব : বাংলাদেশে এসএমই শিল্পে ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটের সুযোগ ও সম্ভাবনা	43
"Digital supply chain finance, Risk sharing facilities for industrial MSMEs"	45
Importance of Accredited Laboratories in the Industry 4.0 Revolution	47
সম্ভাবনাময় অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ শিল্প খাত	50
List of stall owners participated in the Fair	51

আদিলুর রহমান খান
উপদেষ্টা
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) এর উদ্যোগে আগামী ২০-২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ "Automobiles and Agro-machinery Fair, 2025 - Road to made in Bangladesh" অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মেলা আয়োজনের বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই মেলার মাধ্যমে অটোমোবাইল ও এগ্রোমেশিনারি উৎপাদক এবং এই সেক্টরের বিভিন্ন কম্পোনেন্টস ও পার্টস তৈরীকারকদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ সাধনের সুযোগ হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয় দেশীয় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বিকাশে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সমস্যাসমূহ সমাধানে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিল্প নীতি ২০২২, অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১, মোটর সাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৮, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং নীতিমালা ২০২২ এর মাধ্যমে এসব সেক্টরে সহায়তা দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে SME নীতিমালা ২০২৫ প্রণয়নের কাজ চলমান। শিল্প মন্ত্রণালয় ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উন্নয়ন বিষয়ে নিয়মিতভাবে অর্থবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণ করে আসছে। ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের মতামত ও পরামর্শকে শিল্প মন্ত্রণালয় সব সময় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে।

আমি মনে করি সরকারি ও বে-সরকারি সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ সমন্বিত ভাবে কাজ করলে আমাদের শিল্প উন্নয়নের বিশেষ করে অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা সমূহ দূর হবে। মেলা উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুইটি সেমিনার আয়োজন এ সকল সেক্টরের সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি মেলা আয়োজন এবং এর মাধ্যমে অটোমোবাইলস, এগ্রোমেশিনারি ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের বিকাশ ঘটুক এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। আমি মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত **"আমার পণ্য আমার দেশ"** শিরোনামে স্মরণিকা সাফল্য ও বহুল প্রচার কামনা করছি।

আদিলুর রহমান খান

শেখ বশিরউদ্দীন
উপদেষ্টা
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) এর উদ্যোগে আগামী ২০-২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রি. "Automobiles and Agro-machinery Fair, 2025 - Road to made in Bangladesh" অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার এবং পণ্যের মান বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে আয়োজিত এ মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। পণ্যের মান বৃদ্ধি, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আমাদের প্রতিযোগী দেশসমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে। সেইসাথে আমাদের রপ্তানী পণ্যের বহুমুখীকরণ করতে হবে। আমি মনে করি অটোমোবাইল, এগ্রোমেশিনারী ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর ও এর ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসেবে আমাদের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের যথাযথ বিকাশ হলে আমাদের কর্মসংস্থান ও রপ্তানী বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং আমদানি নির্ভরতা কমে আসবে। মেলা উপলক্ষে দুটো সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে এবং এর মাধ্যমে সেক্টর সমূহের সম্ভাবনা ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত হবে। সেক্টরসমূহের বিকাশ ও উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

মেলা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের অটোমোবাইলস, এগ্রোমেশিনারি ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের ধারাবাহিক বিকাশ ঘটুক এ প্রত্যাশা করছি। মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত "**আমার পণ্য আমার দেশ**" শিরোনামে স্মরণিকার প্রকাশে সকলের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

শেখ বশিরউদ্দীন

আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ)
সভাপতি
বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই)

সভাপতির বক্তব্য

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সর্বপ্রকার শিল্পের প্রতিনিধিত্বকারী একক এবং একমাত্র জাতীয় শিল্প চেম্বার হিসেবে দেশের দ্রুত শিল্পায়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে। বিসিআই বিশেষ করে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, মাইক্রো, স্মল শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়াও, স্থানীয় সকল শিল্পের সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা নিরসনে বিসিআই কাজ করে যাচ্ছে।

দেশে দিন দিন বেকারত্ব বেড়ে যাচ্ছে, RMG, Textile, Leather Sector ছাড়া আর কোন Sector ই সেভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারছে না। এ লক্ষ্যে বিসিআই, সরকার, অর্থনীতিবিদ সবাই মনে করে Light Engineering Sector হল আর একটি খাত যেখানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য এই মুহূর্তে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাই বিসিআই দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের বিকাশ এবং এমএসএমই সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। বিসিআই এর (২০২৫-২০২৭) পরিচালনা পর্ষদে Light Engineering এবং CMSE Development নামে দুইটি নতুন স্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে Light Engineering কমিটির প্রস্তাব ও উদ্যোগে "Automobiles and Agro-machinery Fair, 2025 - Road to made in Banglsadesh" মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ মেলার মূল উদ্দেশ্য হল অটোমোবাইলস ও এগ্রো মেশিনারিজ উৎপাদকগণ যে সকল পার্টস ও কম্পোনেন্টস ব্যবহার করেন এবং দেশে যারা এ ধরণের পার্টস ও কম্পোনেন্টস প্রস্তুত করেন বা প্রস্তুত করতে সক্ষম তাদের সাথে সংযোগ সাধন এর মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেয়া। এ দুটি সেক্টরের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ যেন শক্তিশালী ও পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হতে পারে এবং এর সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা উত্তরনের উপায় এর মাধ্যমে তুলে ধরার প্রচেষ্টা গ্রহণ।

মেলা উপলক্ষে "অটোমোবাইলস ও এগ্রো-মেশিনারীজ সেক্টরের বিকাশ ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শক্তিশালিকরণ: সমস্যা, সম্ভাবনা ও করনীয়" এবং "Global best practices of Automobiles and Agro-machinery industries and how Bangladesh could utilize its potentials" শীর্ষক ২টি সেমিনারও অনুষ্ঠিত হবে। ২টি সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন প্রথিতযশা দুইজন ব্যক্তি এবং সেমিনারে নির্ধারিত আলোচনা করবেন এ সেক্টরের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। মেলার মাধ্যমে আমরা অটোমোবাইলস, এগ্রোমেশিনারীজ এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের সম্ভাবনা ও সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে পারব। পরবর্তীতে বিষয় সমূহ বিসিআই সেন্টার ফর এমএসএমই ডেভেলপমেন্ট এর মাধ্যমে আরও পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে সমস্যা ও সম্ভাবনা সমূহ সুনির্দিষ্ট করে তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের প্রেরণ ও তাদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জনাব আদিলুর রহমান খান, মাননীয় উপদেষ্টা, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে জনাব শেখ বশিরউদ্দীন, মাননীয় উপদেষ্টা, বাণিজ্য মন্ত্রনালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। উদ্বোধন ও সমাপনী অনুষ্ঠানে

উপস্থিত থাকার জন্য সম্মতি প্রদান করায় বিশেষ অতিথিবৃন্দ ও আলোচক বৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমরা বিসিআই এর পক্ষ থেকে সকল ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও সরকারের নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষকে মেলার সাথে সম্পৃক্ত করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। আমাদের আয়োজন, আমন্ত্রণ ইত্যাদিতে আমাদের সীমাবদ্ধতা সমূহকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

মেলা আয়োজন কমিটি, বিসিআই বোর্ড, মেলায় সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহ, স্টল মালিক, মেলার স্পন্সর, মিডিয়া পার্টনার, বিজ্ঞাপনদাতা ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টকে বিসিআই এর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিসিআই এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের জন্য সব সময় আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি।

পরিশেষে আমি "Automobiles and Agro-machinery Fair, 2025 - Road to made in Bangladesh" মেলা ও "আমার পণ্য আমার দেশ" শিরোনামে প্রকাশিত স্মরণিকার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ)

হাফিজুর রহমান খান
আহবায়ক, মেলা বাস্তবায়ন কমিটি
চেয়ারম্যান, বিসিআই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিজ স্ট্যান্ডিং কমিটি ও
সভাপতি, বাংলাদেশ অটোমোবাইল অ্যাসেম্বলার্স এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন

মেলা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়কের বক্তব্য

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়ন নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এদেশের অন্যতম প্রধান শিল্পখাত লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়নে কাজ করার জন্য বিসিআই এর উদ্যোগে একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করে আমাকে উক্ত কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এজন্য আমি বিসিআই এর পরিচালনা পর্ষদ (২০২৫-২০২৭) এর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমরা সবাই একমত যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (এসএমই) এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রির যথাযথ উন্নয়ন ছাড়া দেশের টেকসই শিল্পোন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এ শিল্পখাতের অমিত সম্ভাবনা সত্ত্বেও এর বর্তমান বাস্তবতা ও প্রকৃত সক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা খুব বেশি অবহিত নই। আজকের উৎপাদনমুখী অর্থনীতিতে যে কোন অব্যবহৃত সক্ষমতা/অবকাঠামো (Unused Facility) জাতীয় অপচয় হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই এ খাতে কি পরিমাণ সম্পদ বা অবকাঠামো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে, ব্যাপক সম্ভাবনা সত্ত্বেও অদ্যাবধি এ খাত কেন সত্যিকারের আমদানি-বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি ইত্যাদি বিষয়সহ এ খাতের বাস্তব চিত্র নিরূপণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এখন সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

দেশের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের আওতাভূক্ত অটোমোবাইলস ও এগ্রোমেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্পখাত। হাজার হাজার ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি ও লক্ষাধিক মানুষ এ খাতের সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু অটোমোবাইলস ও এগ্রো-মেশিনারি উৎপাদনের সাথে জড়িতদের মধ্যে কার কি ধরণের উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে, কোন উৎপাদন অবকাঠামো অব্যবহৃত রয়েছে কিনা, উৎপাদন পর্যায়ে কি ধরণের পার্টস ও কম্পোনেন্টস বিদেশ থেকে আমদানি হয়, কোন্ পণ্য দেশীয় উৎস থেকে সংগৃহীত হয় ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পরিক ধারণা ও যোগাযোগের অভাব রয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে বিসিআই-এর লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির উদ্যোগে প্রাথমিকভাবে অটোমোবাইলস ও এগ্রো-মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে কেন্দ্র করে "Automobiles and Agro-Machinery Fair, 2025 – Road to Made in Bangladesh" শীর্ষক একটি মেলা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ধরণের মেলা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো এ উৎপাদনমুখী খাতের সাথে জড়িত উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, সরবরাহকারী, খুচরা বিক্রেতা, ভোক্তা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে এক সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা। এ মেলার মাধ্যমে অটোমোবাইলস ও এগ্রোমেশিনারি শিল্পখাতে বিভিন্ন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের ব্যবহার ও চাহিদা, এ খাতের উৎপাদন সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজনীয়তা, আমদানিকৃত ও দেশীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনী, দেশীয় পণ্যের মানোন্নয়ন ও সার্টিফিকেশন প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। একই সাথে এ খাতে বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা বা জটিলতাসমূহ চিহ্নিত করে এ খাতের টেকসই উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিগত, কারিগরী ও মানোন্নয়নমূলক সহায়তা নিরূপণ করে সরকারের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে পলিসি এডভোকেসি চালিয়ে যাওয়ার রূপরেখা প্রণয়নে এ মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই এ

মেলা মূলত: এদেশের এসএমই খাতের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রির সমস্যা ও উত্তরণ প্রক্রিয়া নিরূপণের একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সম্ভাবনাময় খাতেও এ ধরণের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে, যা দেশীয় শিল্পের টেকসই উন্নয়ন এবং আমদানি-নির্ভরতা হ্রাস করে রপ্তানিমুখী অর্থনীতি বিনির্মাণে সহায়ক হবে।

এ মেলা বাস্তবায়নে বিসিআই সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদ, বাংলাদেশ অটোমোবাইল অ্যাসেম্বলার্স এন্ড ম্যানুফ্যাকারিং এসোসিয়েশন, এগ্রিকালচার মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ মোটরসাইকেল অ্যাসেম্বলার্স এন্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতি, স্পন্সর ও বিজ্ঞাপন দাতা, বিসিআই অফিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম এবং মেলায় অংশগ্রহণে সদয় সম্মতি জ্ঞাপনকারী সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সুধীজনসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন যে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন, তার জন্য সবাইকে মেলা বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে দেশীয় পণ্যের উৎপাদন, মানোন্নয়ন এবং সর্বোপরি দেশীয় পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে এদেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য আমি সকলের আন্তরিক সহযোগিতা, উৎসাহ ও সমর্থন একান্তভাবে প্রত্যাশা করছি।

হাফিজুর রহমান খান

ড. দেলোয়ার হোসেন রাজা
চেয়ারম্যান, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ফেয়ার, বিজনেস প্রমোশন:
বি২বি মার্কেটিং, এক্সপোর্ট: মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এবং
প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি ও
পরিচালক, বিসিআই

স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান এর বক্তব্য

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) এর উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ অটোমোবাইলস অ্যাসেম্বলার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন ও এগ্রিকালচার মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় "Automobiles and Agro-machinery Fair, 2025 - Road to made in Bangladesh" শিরোনামে মেলা আয়োজন আমাদের বিসিআই এর জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি বিষয়। বিসিআই পরিচালনা পর্ষদ (২০২৫-২০২৭) দেশের শিল্প-ব্যবসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ নিয়ে নিয়মিত ভাবে কাজ করা ও সরকারের নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ১৫ টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠণ করেছে। বিসিআই সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি - বিসিআই এর কার্যক্রম তুলে ধরা এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সদস্যদের সমস্যাসমূহ তুলে ধরার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিসিআই আয়োজিত মেলা অটোমোবাইলস, এগ্রিকালচার মেশিনারি ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এ তিনটি সেক্টরের সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করে সম্ভাবনা সমূহ কাজে লাগানোর জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ। বিসিআই সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ ও মেলা বাস্তবায়ন কমিটিকে আমার নিজের ও স্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আগামী ২০-২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ Agro-machinery Fair, 2025 - Road to made in Bangladesh" মেলা সফলভাবে সমাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সহযোগিতা কামনা করছি একই সঙ্গে মেলার সার্বিক সফলতা প্রত্যাশা করছি।

ড. দেলোয়ার হোসেন রাজা

প্রীতি চক্রবর্তী
আহ্বায়ক, স্মরণিকা ও প্রকাশনা সম্পাদনা পরিষদ
উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, বিসিআই

আহ্বায়ক সম্পাদনা পরিষদ এর বক্তব্য

বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিআই) এর উদ্যোগে আগামী ২০-২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে "Automobiles and Agro-machinery Fair, 2025 – Road to Made in Bangladesh" শীর্ষক দু'দিনব্যাপী মেলা। এ উপলক্ষে আমরা প্রকাশ করছি স্মরণিকা **"আমার পণ্য আমার দেশ"**।

এই স্মরণিকার মূল লক্ষ্য হলো দেশের অটোমোবাইলস, এগ্রোমেশিনারি এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরের বর্তমান অগ্রগতি ও সম্ভাবনা পাঠকের কাছে তুলে ধরা এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি একত্রে উপস্থাপন করা।

স্মরণিকা প্রকাশনার প্রতিটি ধাপে আমরা পেয়েছি বিসিআই-এর সম্মানিত সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ, মেলা বাস্তবায়ন কমিটি এবং সহযোগী অংশীদারদের আন্তরিক পরামর্শ ও অক্লান্ত সহযোগিতা। ডিজাইনার, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, স্পন্সর, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও প্রিন্টিং প্রেস– সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ প্রকাশনা আলোর মুখ দেখেছে। তাদের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা।

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যরা সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রকাশনাকে তথ্যবহুল ও নির্ভুল করার প্রয়াস নিয়েছেন। তারপরও যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে, তবে তা আমাদের অনিচ্ছাকৃত এবং পাঠকের সদাশয় দৃষ্টিতে বিবেচিত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

আমরা বিশ্বাস করি, বিসিআই আয়োজিত এই মেলা এবং এ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা অটোমোবাইলস, এগ্রোমেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারিং এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশে সামান্য হলেও অবদান রাখবে। আর সেটাই হবে আমাদের প্রচেষ্টার প্রকৃত সফলতা।

পরিশেষে, স্মরণিকা ও প্রকাশনা সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা।

প্রীতি চক্রবর্তী

মেলা বাস্তবায়ন কমিটি

১.	জনাব হাফিজুর রহমান খান, সভাপতি, বাংলাদেশ অটোমোবাইল অ্যাসেম্বলার্স এন্ড ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন	আহ্বায়ক
২.	মিসেস প্রীতি চক্রবর্তী, সিনিয়র সহ-সভাপতি, বিসিআই	সদস্য
৩.	ড. দেলোয়ার হোসেন রাজা, পরিচালক, বিসিআই	সদস্য
৪.	জনাব আবুল কালাম ভূঁইয়া, পরিচালক, বিসিআই	সদস্য
৫.	জনাব আব্দুর রাজ্জাক, সভাপতি, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
৬.	জনাব আলীমুল এহছান চৌধুরী, সভাপতি, এগ্রিকালচার মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ	সদস্য
৭.	ইঞ্জিনিয়ার মো: জাহাঙ্গীর আলম, সভাপতি, বাংলাদেশ অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতি	সদস্য
৮.	জনাব মো: ওয়ালিউল্লাহ, সচিব, এগ্রিকালচারাল মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ	সদস্য
৯.	জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ, পরিচালক, লুব-রেফ (বাংলাদেশ) লিমিটেড	সদস্য
১০.	জনাব শাহরিয়ার আহমেদ রাফাত, পরিচালক, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১১.	জনাব কাউসার আহমেদ, সদস্য, বাংলাদেশ মোটরসাইকেল অ্যাসেম্বলারস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১২.	জনাব মো: হুমায়ুন কবির, উপদেষ্টা, এগ্রিকালচার মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ	সদস্য
১৩.	জনাব মো: শেখসাদী, কোষাধ্যক্ষ, এগ্রিকালচার মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ	সদস্য
১৪.	জনাব রাহুল বড়ুয়া, অ্যাসিস্ট্যান্ড জেনারেল ম্যানেজার, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য

স্মরণিকা ও প্রকাশনা সম্পাদনা পরিষদ

০১.	মিসেস প্রীতি চক্রবর্তী,উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, বিসিআই	আহ্বায়ক
০২.	ড. দেলোয়ার হোসেন রাজা, পরিচালক বিসিআই	সদস্য
০৩.	জনাব কে. এম. রিফাতউজ্জামান, পরিচালক বিসিআই	সদস্য
০৪.	ড. মো: হেলাল উদ্দিন, এনডিসি, সেক্রেটারি জেনারেল, বিসিআই	সদস্য
০৫.	মিসেস কামরুন নাহার শিউলী, উপসচিব, বিসিআই	সদস্য
০৬.	জনাব কাজী নাহিদ হাসান, কো-অর্ডিনেশন অফিসার, বিসিআই	সদস্য

BCI AT A GLANCE

Formation of a separate Chamber for the industrial community is the fulfillment of a long felt need. Since independence in 1947 the interests of both trade and industries had been looked after jointly by a Chamber of Commerce and Industry. This seemed justified in those years of initial industrialisation of the country when there were not enough industries to justify a separate Chamber for Industries. But with growing industrialisation in the wake of liberation of Bangladesh in December 1971, the perspective underwent gradual change. Under the successive industrial policies as enunciated by the government, pace of industrialisation gathered further momentum. While putting utmost emphasis on need for rapid industrialisation for economic emancipation, Govt. acknowledged the concept of forming a separate Chamber of industries in the country. This impelled the industrialists of various sectors of the country to converge together and deliberate on relevant issues involving the formation of the same. Thus Bangladesh Chamber of Industries was formed and got the approval of the Government since 1985. Accordingly it started operation as the sole and exclusive Chamber of the industrial community in Bangladesh. It represents the industrialists as well as sectoral groups of industrialists and looks after their interests.

VISION

Facing the local and global challenges with the pace of 21st century in industries and industrialization to make the industries of Bangladesh innovative, competitive, cost-effective and environment friendly. Protecting and patronizing the interest of backward and forward linkage of production system as a whole, specially the entrepreneurs of future generation.

MISSION

- To disseminate knowledge and information to its members on national, regional and international rules-regulations, conventions, protocols, treaties, etc and keep them updated.
- Oversee and monitor the VAT, tax and latest tariff policy related to trade and commerce and keep all the industries informed. If needed, negotiate with the government to rationalize it.
- To negotiate with the government relating to policy formulation for smooth development of industries and boosting up industrialization.
- To boost up CMSEs and encouraging young entrepreneurs to grow in the interest of economic development of the country and sustainability.
- To help entrepreneurs of all industrial sectors in access to finance
- To achieve the goal of being a development country we must keep pace with the development of 4th industrial revulation(4RI)

PRINCIPAL FUNCTIONS

- To bring together industries in various parts of Bangladesh on a common platform for discussion of the problems affecting industries and make out solutions thereto.
- To promote, foster, encourage, protect and advance the interests of industries and their management to forge harmonious relations and co-operations amongst industries.
- To establish just and equitable principles of code of conduct and practice for organisations engaged in industries.
- To devise ways and means to accelerate the growth, promotion and development of industries in the country.
- To put forward suggestion in the formulation of Government Policy on Import, Export, Investment, Banking, Insurance, Industrial Relations, Fiscal Measures for the healthy growth and rapid industrialisation in the country.
- To represent on various Advisory and Consultative Committees under different Ministries and Departments of the Government as well as other Agencies essentially concerned with the growth and development of industries.
- To promote legislative and other measures affecting industries.
- To promote the cause of productivity in Mills and Factories.
- To settle controversies between industries and to arbitrate in the settlement of disputes arising out of business transactions between parties willing and agreeing to abide by the decisions and award of the Chamber.
- To nominate delegations to represent the industrialists of Bangladesh at any International or other Conference as well as to organise industrial delegations, seminars, symposia, trade fairs, exhibitions and to receive any business delegation from abroad together with undertaking of research studies pertaining to industrial issues and dissemination of information amongst the constituents as well as to their counterparts of the overseas countries.
- To communicate with any Mercantile and Public Body throughout the world in order to concert and promote measures for the protection of industries and manufacturers as well as to invite Foreign Investment encouraging joint venture, joint collaboration, transfer of technology and for that matter to enter into Memorandum of Understanding and formation of Joint Chamber for the growth and development of industries in the country.

BCI BOARD OF DIRECTORS FOR 2025-2027

Mr. Anwar-ul Alam Chowdhury (Parvez)
President, BCI

Mrs. Priti Chakraborty
Sr. Vice President, BCI

Mr. Mohammed Younus
Vice President, BCI

BCI BOARD OF DIRECTORS FOR 2025-2027

Mr. Shahidul Islam Niru
Director, BCI

Mr. Ranjan Chowdhury
Director, BCI

Dr. Delowar Hossain Raja
Director, BCI

Mr. Jahangir Alam
Director, BCI

Mr. Mohammad Ismail Hossain
Director, BCI

Mr. S. M. Shah Alam Mukul
Director, BCI

Mr. Abul Kalam Bhuiyan
Director, BCI

BCI BOARD OF DIRECTORS FOR 2025-2027

Mr. Zia Hayder Mithu
Director, BCI

Mr. Shah Alam Litu
Director, BCI

Mr. Ahsan Khan Chowdhury
Director, BCI

Mr. M.A. Razzak Khan
Director, BCI

Mr. Md. Shahid Alam
Director, BCI

Mrs. Rehana Rahman
Director, BCI

Mr. K.M. Rifatuzzaman
Director, BCI

BCI BOARD OF DIRECTORS FOR 2025-2027

Mr. Ruslan Nasir
Director, BCI

Mr. Nazmul Anwar
Director, BCI

Mr. Md. Khayer Mia
Director, BCI

Mr. Chaitanaya Kumar Dey (Chayan)
Director, BCI

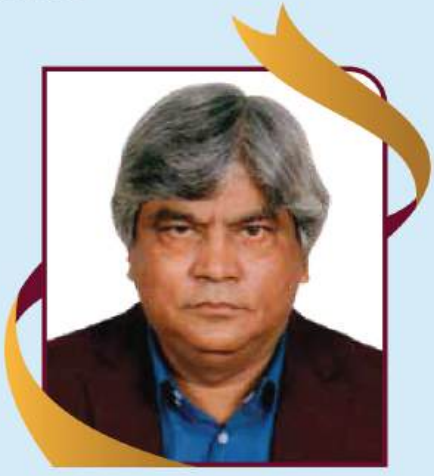

Mr. Md. Mafuzur Rahman
Director, BCI

Dr. Joshoda Jibon Deb Nath, CIP
Director, BCI

Mr. Zeyad Rahman
Director, BCI

FORMER PRESIDENTS

Late M R Siddiqi
1984 - 1985

M Morshed Khan
1985 - 1990

A M Subid Ali
1991 - 1996

Late Sharif M Afzal Hossain
1997 - 1998

Khandker Mosharraf Hossain
1999 - 2002

A K Azad
2002 - 2008 & 2012 - 2017

Shahedul Islam (Helal)
2008 - 2010

ATM Waziullah
2010 - 2012

Mostofa Azad Chowdhury Babu
2017 - 2019

Some glimpse of BCI recent activities

BCI Board of Directors meet with Honorable Industry Advisor on 20-10-2024 at the Ministry of Industries

Honorable Energy and Commerce Advisors were present as Chief Guest and Guest of Honor at BCI organized Seminar on Ways of Mitigating Energy Crisis in industrial sectors on 23-11-2024

A business delegation led by BCI President meet with Chairman NBR on 25-11-2024 at Rajashwa Bhaban, Agargaon

A BCI President led business delegation meet with the Bangladesh Bank Governor Mr. Ahsan H Mansur on 12-01-2025 at Bangladesh Bank.

Bilateral meeting with His Excellency Mr. PARK Young Sik, Honorable Ambassador Embassy of the Republic Korea on 26-02-2025 at BCI Office.

BCI organized training workshop on AI for Human Resource Management on 26-04-2025 at BCI office. President BCI Mr. Anwar-ul Alam Chowdhury (Parvez) were the Chair of the session.

Some glimpse of BCI recent activities

A BCI president led business delegation meet with Honorable Special Envoy on International Affairs to the Chief Adviser (Adviser Status) on 04-05-2025 at Chief Adviser's Office

B2B meeting with GRFORTUNE a Singapore based Agro-machinery marketing company on 03-06-2025 at BCI office.

Business leaders in a press conference for resolving NBR officials complete shutdown on 29-06-2025 at BCI office

BCI organized Training Workshop on Halal Products on 05-07-2025 at BCI office. Industry Secretary Mr. Md Obaidur Rahman were present as Chief Guest.

BCI organized Training workshop on Applicable laws and rules of Customs and VAT on 02-08-2025 at BCI office. Mr. Abdul Hai Sarker, Chairman, BAB were present as Chief Guest.

BCI organized a Roundtable on "Intellectual Property and Trade Transition Challenges: Best Approaches for Local Industries of Bangladesh" on 16-08-2025 at BCI office

Automobile Sector in Bangladesh: Challenges & Prospects

Prof. Dr. Md Shahadat Hossain Khan
Professor, TVE department
Member, IEEE, Fellow, IEB
Member, Governing Board, BTEB

MD Yousuf JULFIKAR
Reliability Engineer
Microtools and Machineries
BSCTE in Mechanical Engineering, IUT, OIC

Introduction

Internationally, the automobile sector is regarded as one of the most central pillars of industrial expansion and economic transformation of any country (Krasova, 2018). This industry has been exploited by nations like Japan, China, South Korea, Japan, and others to propel their economies forward. With this progress, a nationwide analysis of automobile (car) companies are shown in Figure 1. The industry boosts international trade, encourages industrialization, facilitates transportation, and creates thousands of jobs and finally contribute in national economy. However, the vehicle industry in Bangladesh has not expanded as it was expected (See Figure 1 as the reference). Despite huge demand in both local and international markets and to create jobs for huge unemployed population, the automobile sector in Bangladesh remains in its infancy.

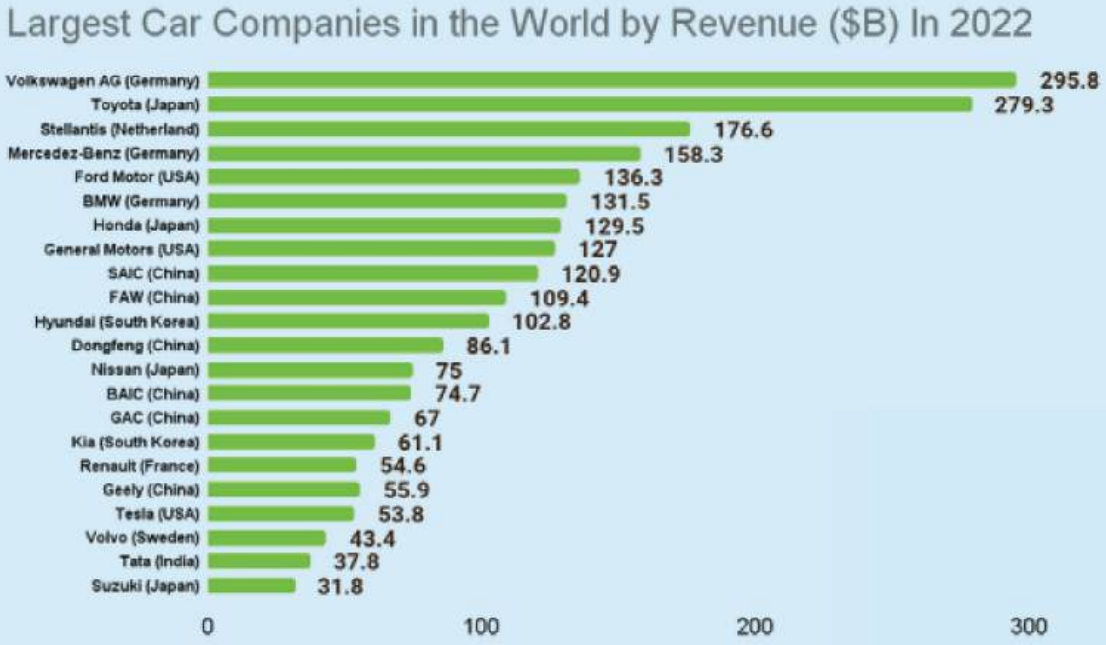

Figure 1: Largest Automobile Companies by Revenue, Source: Abbas (2025)

The automobile industry in Bangladesh is heavily dependent on imports from other countries around the globe rather than locally manufactured. For example: most cars in the nation are imported, especially Japanese reconditioned vehicles, and cars from Korea and India. The majority of even the simplest car components, such wheels, tires, batteries, and spare parts, are imported. This significant reliance on external resources indicates the shortcomings of Bangladesh's domestic automobile industry.

Current Scenario

Bangladesh's auto industry can be presented and described as a developing sector with considerable potential but very limited achievements. Due to rising urbanization, higher income levels, and growing demand for modern transportation, the need for myriad cars (vehicles) is steadily increasing. Despite this demands, large-scale automobile manufacturing facilities are scarce in this country, leaving the supply side weak. It is important to highlight that, three companies currently dominate the local vehicle industry:

• **Runner Automobiles**	https://runnerautomobiles.com
• **Pragoti Industries Limited**	https://pragotiindustries.gov.bd/
• **PHP Automobiles**	https://phpautomobiles.com/

Runner Automobiles

Runner Automobiles Limited is a pioneer in Bangladesh's motorbike manufacturing industry. It was the first company (industry) in Bangladesh to manufacture motorbikes domestically, providing mass-market consumers with reasonably priced two-wheelers. Because motorcycles are less expensive, require less gasoline, and are appropriate for crowded city roads, runners have become more and more popular among lower- and middle-class demographics. In addition to its own models, Runner and UM Motorcycles (USA) became partnered in 2016. Because of this collaboration, Runner is now able to manufacture motorcycles of a higher caliber and even look into exporting to Nepal and other nearby nations. As a result, Runner is a two-wheeler industry success story.

Figure 2: The History of Runner (Source: Company Website)

Prospect: the Runner has the potential to grow into electric bikes, three-wheelers, or even small vehicles, but doing so will need significant funding, government backing, and technology transfer.

Pragoti Industries Ltd

In 1966, Pragoti Industries Limited was founded as a state-owned enterprise. In Bangladesh's automotive industry, it has the longest history and is well-known for putting together foreign cars. Pragoti has been putting together vehicles like the Mitsubishi Pajero, Lancer, Outlander, and pickup trucks for decades with mutual agreement with Japanese company Mitsubishi Motors. Pragoti has also assembled buses and vehicles in the past for other businesses like Ashok Leyland and Tata from India. Its production volume is still quite small, often limited to a few thousand units per year. In contrast, to Indian production, Bangladesh, particularly Pragoti's contribution is very insignificant

PHP Automobiles

PHP Group of Industries, includes PHP Automobiles, is one of the prominent industries in Bangladesh. It joined together with the Malaysian automaker Proton to enter the automotive sector. In its facilities, PHP assembles models such as Proton Saga and Proton Preve, and others. PHP Automobiles' debut was noteworthy since it presents that private Bangladeshi businesses are capable of putting together passenger cars. But the initiative has a lot of obstacles to overcome. The cost of locally built cars is higher than that of imported, reconditioned Japanese vehicles, and the production capacity is restricted. Additionally, Proton is not a well-known brand worldwide, which reduces consumer trust in long-term upkeep and resale value. However, PHP Automobiles represents an important test for Bangladesh's private sector who has shown the pathway for automobile industry. With the right policies, it has the potential to expand into producing affordable compact cars, electric vehicles, or hybrid models car.

Key Challenges

Despite the presence of Runner, Pragoti, and PHP, Bangladesh's automobile sector has yet to thrive. The automobile industry faces a number of challenges that are connected to structural, financial, and policy-related issues.

1. High Dependency on Imports

The automobile industry heavily depends on import from around the globe. Bangladesh imports nearly all of its automobiles, including spare parts. Wheels, tires, and batteries are only a few of the essential parts that are imported from China, India, or Japan. This hinders the development of a robust regional auto parts market. Moreover, in the local market the products become very expensive due to this dependency.

2. Overly High Duties and Taxes

The majority of Bangladeshis cannot afford new cars due to import taxes, which frequently range from 100% to 150%, even it is double. High taxes on machinery and raw materials also affect local assemblers, raising production costs and making it impossible for them to compete with lower-priced imported reconditioned cars.

3. Inadequate Industrial Facilities

Large-scale assembly plants, supply systems, and specialized machinery are necessary for the automotive sector. Such infrastructure does not exist in Bangladesh. Runner and PHP have rather tiny factories, whereas Pragoti continues to use antiquated machinery. Local businesses are unable to grow in the absence of extensive industrial zones for the production of automobiles. Therefore, lack of facilities such as industrial land and other related supply system hinder significantly.

4. Government Policy Inconsistencies

Bangladesh does not have a long-term national vehicle policies that promote its balanced growth. Government budgets frequently result in changes to policies, which leaves investors uneasy. On the other hand, nations like Thailand and India established stable auto laws that drew in multinational corporations like Suzuki, Honda, and Toyota. Therefore, GoB should work with Bangladesh Chamber of Industry (BCI) and other related stakeholders to formulate dymnamic policies that support the growth of this industry.

5. Limited Purchasing Power

Households in Bangladesh continue to earn relatively low average incomes. New cars are out of reach for the majority of middle-class households. Consequently, the market is dominated by imported reconditioned vehicles and motorcycles. As a result, there is less demand for cars that are locally assembled. However, now the income of middle class has increased but the cost of automobile is increasing day by day which is beyond the capacity of middle class.

6. Competition from Reconditioned Automobiles in the Market

Because they are dependable, economical, and fuel-efficient, reconditioned Japanese automobiles are well-liked in Bangladesh. Due to their higher resale value, people of Bangladesh often place greater trust in imported used cars than in locally manufactured ones. This intense competition discourages local investment in the automobile industry that hinder its growth.

7. Inadequate Traffic and Road Infrastructure

Bangladesh has limited roadways, heavy traffic, and poorly maintained highways. Car demand is further dampened by the widespread perception that owning a car does not necessarily guarantee efficiency or comfort under such conditions. Moreover, the maintenance cost gets increased due to this condition. With these challenges, the people have negative perception to buy a car and hence automobile industry could not be extended.

Table 1: Key Challenges for industrial growth of Automobile in Bangladesh

Challenge	Description
High Dependency on Imports	• Reliance on imported cars/parts; • Underdeveloped local parts market • Raises prices for consumers.
Overly High Duties and Taxes	• Import duties (100–150%), and • raw material taxes inflate costs;
Inadequate Industrial Facilities	• Lack of large-scale assembly plants, supply systems, and modern machinery; • Inadequate land and GoB Support
Government Policy Inconsistencies	• No long-term policy; • Frequent changes discourage investors;
Limited Purchasing Power	• Low household income prevents car ownership; • middle class prefers cheaper reconditioned cars/motorcycles.
Competition from Reconditioned Cars	• Japanese used cars dominate due to reliability, fuel efficiency, and resale value;.
Poor Traffic & Road Infrastructure	• Congestion, bad roads, and poor maintenance reduce demand;

Possible Solutions

Although the automobile industry faces numerous challenges, Bangladesh still holds substantial potential for its progress. With the appropriate policy support, infrastructure development, and strategic investments, the automobile industry could evolve into a key driver of the expansion of the national economy.

- **Local Assembly Plant Expansion**

In order to get expansion, joint ventures with international brands can be means of expansion, companies like PHP and Pragoti. Runner can branch out into electric and small cars. In this expansion, GoB and BCI should provide adequate support.

- **Incentives and Tax Reform**

The government can maintain higher import taxes on fully completed autos while lowering charges on raw materials. This strategy has proven effective in countries like Malaysia and India, where local assembly has become highly competitive. The GoB should take supportive initiative so that the Automobile industries will not face issue related with Tax and Vat. The BCI could play a vital role to solve issue related to Tax and Vat

- **Stable Auto Insurance and Support**

The Private and Public company will come forward when the investment will be secured. It is necessary to develop a National Automobile Policy with a 10- to 15-year timeframe that will give assurance of investment in this sector. Given the stability of the policies, this would incentivize both domestic and foreign investors to set up factories.

- **Developing Skilled Labor**

Without skilled labour, the industry will not be progressed. Therefore, It is necessary to set up technical schools with a focus on mechatronics and automotive engineering. Besides, students should have opportunity to gain internship from this industry. The BCI should play a vital role for establishing industry and academia partnership to produce skilled labour. Bangladesh would be able to enhance both assembly and after-sales services with the help of skilled labor.

- **Transition to Electric Cars (EVs)**

Globally, electric vehicles are becoming the way of the future for automobiles. By providing incentives to EV assembly plants, Bangladesh can take the lead in this industry. With government funding, Runner and PHP might lead the way in this field. Policy should be developed in this regard. The BCI should play vital role promoting Electric cars.

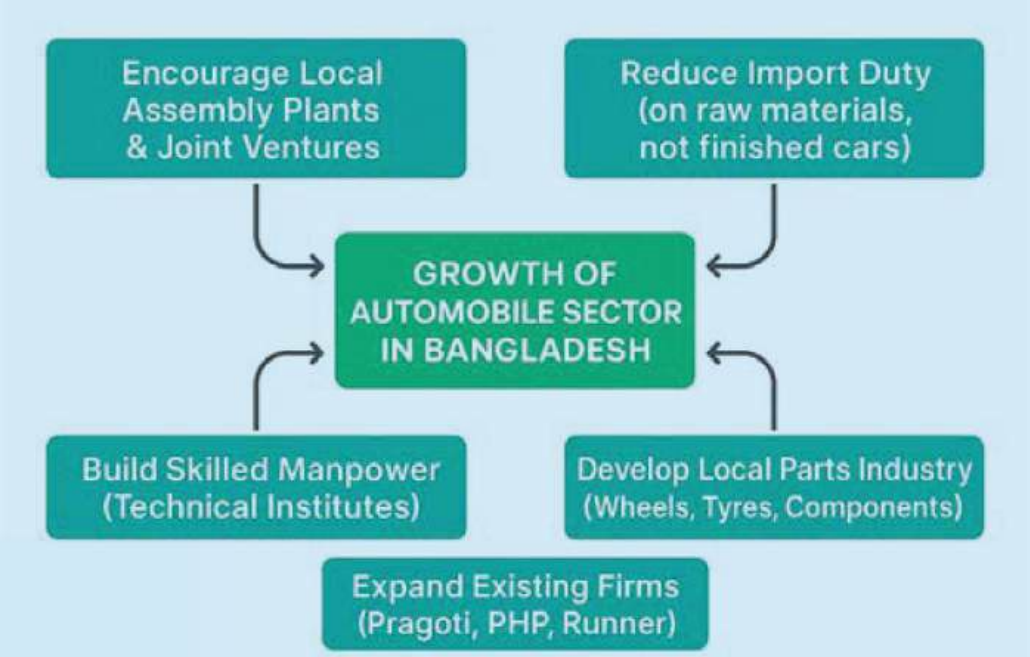

Figure 3: The possible solution of the current Challenges

Table 2: Proposed Solutions for Automobile Industry Development in Bangladesh

Solution Area	Key Actions	Expected Impact
Local Assembly Plant Expansion	• Joint ventures with global brands; • Expand PHP, Pragoti, Runner into small & electric cars; • GoB & BCI support.	⇒ Greater production capacity; ⇒ Increased competitiveness of local manufacturers.
Incentives & Tax Reform	• High import tax on complete cars; • Reduce duties on raw materials; • Streamline VAT/Tax policies.	⇒ Encourages local assembly; ⇒ Reduces production costs; ⇒ Attracts more investors.
Stable Policy Framework	• National Automobile Policy with 10–15 year horizon; • Ensure policy stability.	⇒ Boosts investor confidence; ⇒ Attracts FDI; ⇒ Ensures long-term sectoral growth.
Developing Skilled Labor	• Establish technical schools; focus on mechatronics & auto engineering; • Internships in Automobile industry; • academia-industry linkage	⇒ Creates skilled workforce; ⇒ Improves assembly & after-sales services.
Transition to Electric Vehicles	• Provide EV assembly incentives; • government funding; • BCI promotion;	⇒ Positions Bangladesh in future global EV market; ⇒ Sustainable and modern industry.

Conclusion

Bangladesh may lessen its need for imports and work toward creating a sustainable automotive industry with the right laws, tax breaks, and investments in domestic manufacturing. Bangladesh now has a chance to take part in the global automotive revolution due to the growing popularity of electric vehicles. Local businesses like Runner, Pragoti, and PHP have the potential to significantly contribute to Bangladesh's transformation into a competitive South Asian auto manufacturing hub if given the right support. Bangladesh Chamber of Industry (BCI) will act as a mediator for supporting not only automobile industries but also other small and medium enterprise .

Acknowledgment: The writing of this article benefited from the use of online resources and AI-assisted support.

Reference

Abbas, S. (2025). Automotive Industry Overview, Analysis, and Trends. Oak Business Consultant. Retrieved 29 August from https://oakbusinessconsultant.com/automotive-industry-overview-analysis-and-trends/

Krasova, E. V. (2018). Characteristics of global automotive industry as a sector with high levels of production internationalization. Amazonia Investiga, 7(16), 84-93.

বাংলাদেশে কৃষি যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশের উৎপাদনের সক্ষমতা ও চ্যালেঞ্জ

লেখকঃ প্রকৌশলী মোঃ হুমায়ুন কবির, F-IEB
মহা-ব্যবস্থাপক
আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

ভূমিকা

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে সুদীর্ঘকাল থেকে বিবেচিত হয়ে আসছে। আমাদের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান অপরিসীম। দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪০% কৃষিতে নিয়োজিত, এবং জিডিপিতে প্রায় ১১.৬৬% অবদান রাখে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০২৪)। দেশের জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ গ্রামে বসবাস করেন, যার অধিকাংশ কৃষির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা তথা সামষ্টিক অর্থনীতির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কৃষির টেকসই উন্নয়ন অপরিহার্য। কৃষির টেকসই উন্নয়নের জন্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, শ্রমনির্ভর কৃষি থেকে যান্ত্রিক কৃষির রূপান্তর, কম সময়ে একই জমিতে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন এবং উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে খরচ কমানোর কৌশল ব্যবহার এখন সময়ের দাবি। সমন্বিত টেকসই কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। সার্বিক বিবেচনায় দেশের উপযোগী মানসম্পন্ন আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও মেরামতের জন্য দক্ষ জনশক্তি এবং মানসম্পন্ন পর্যাপ্ত খুচরা যন্ত্রাংশ সহজলভ্য করতে না পারলে টেকসই কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই পরিশেষে টেকসই কৃষি এবং পৃথিবীর ৯২ তম আয়তন, ১৩ তম জনঘনত্ব ও অষ্টম জনসংখ্যার দেশে বিপুল জনগোষ্ঠীকে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য টেকসই কৃষি যান্ত্রিকীকরণ অপরিহার্য। এই প্রেক্ষাপটে, দেশে কৃষি যন্ত্রপাতি এবং খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনের সক্ষমতা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, রপ্তানি ও বাজারের সমস্যা ও সম্ভাবনা, বিনিয়োগের সুযোগ ও নীতি-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিশদ আলোচনা অত্যন্ত জরুরী।

স্থানীয় উৎপাদনের বিকাশ

বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সহস্রাধিক ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান কৃষি যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরি করছে। তার মধ্যে বগুড়া, নওগাঁ, দিনাজপুর, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা ও কিশোরগঞ্জ অন্যতম; খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য বিশেষ করে বগুড়া ও যশোর প্রসিদ্ধ। স্থানীয়ভাবে জমির প্রকৃতি ও ফসলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদিত যন্ত্রপাতি স্থানীয় চাহিদা পূরণের সাথে সাথে বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি হচ্ছে।

উৎপাদিত যন্ত্রপাতি

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সুনামের সাথে বিভিন্ন শস্য মাড়াই ও ঝাড়াই যন্ত্র, সেচ যন্ত্র, পাওয়ার টিলার, স্প্রেয়ার, ঘাস কাটার যন্ত্র, নিড়ানি, বীজ বপন যন্ত্র সহ বিভিন্ন ধরনের স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় ছোটখাটো কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি করে এদেশের কৃষককে প্রতিনিয়ত কৃষি উৎপাদনে সহযোগিতা করে আসছে।

খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন

হালকা প্রকৌশল শিল্পের বদৌলতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত যন্ত্রপাতির শতভাগ খুচরা যন্ত্রাংশ এদেশে তৈরি হচ্ছে এবং আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির উল্লেখযোগ্য অংশের খুচরা যন্ত্রাংশও বর্তমানে এ দেশের শিল্প উদ্যোক্তারা তৈরি করছে। কৃষি যন্ত্রকে মৌসুম ভিত্তিক সুচারুভাবে চালানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের খুচরা যন্ত্রাংশের প্রয়োজন, সঠিক সময়ে দ্রুত খুচরা যন্ত্রাংশের যোগান না পেলে ফসল উৎপাদনকে স্থিতিশীল রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরির ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থেই এদেশে একটা বিপ্লব সাধিত হয়েছে। কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মানের (ISO) সনদ অর্জন করেছে, যা তাদের উৎপাদিত যন্ত্রাংশের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। এসব কারখানায় উৎপাদিত যন্ত্রাংশগুলি স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

সম্ভাবনা

বাংলাদেশে কৃষি যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন শিল্পে আগামীতে ব্যাপক উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কৃষি শ্রমিকের আবির্ভাব না হওয়া, পুরাতন কৃষি শ্রমিকের বয়স আধিক্যের কারণে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, দ্রুত শিল্প ও নগরায়নের কারণে শ্রমিকের বহুবিধ ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে কৃষি শ্রমিকের সংকট ও মজুরি মৌসুম ভেদে তীব্র আকার ধারণ করেছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিনিয়ত কৃষকরা যন্ত্রের ওপর অধিক থেকে অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে উঠছেন। কৃষি যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার জন্য বাংলাদেশের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় উন্নত মান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে। আশার কথা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ তাদের উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি শুরু করেছে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এটাকে অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় সকলপক্ষের সব ধরনের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা। তাহলেই বাংলাদেশ কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছতে পারবে এবং পোশাক শিল্পের মত এখানেও বাংলাদেশ সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দান করবে অদূর ভবিষ্যতে।

প্রতিবন্ধকতা

ক) উন্নত মানের কৃষি যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরির এখন পর্যন্ত প্রধান কাঁচামাল হলো ইস্পাত বা লৌহ, মানসম্পন্ন কাঁচামাল ছাড়া উন্নত মানের পণ্য উপাদন কোন ভাবেই সম্ভব নয়। যেহেতু বাংলাদেশে কোন লোহার খনি নেই, উন্নত মানের লৌহ আকরিকও আসেনা বললেই চলে, পুরাতন জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের ইস্পাতই আমাদের লৌহজাত পণ্য সমূহের কাঁচামালের প্রধান উৎস। উক্ত কাঁচামালের গুনাগুনের ভিন্নতার কারণে সঠিক মানের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরি করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

খ) সঠিক মানের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য যে ধরনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন সে ক্ষেত্রেও আমাদের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

গ) অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য যে ধরনের দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন সেখানেও আমাদের অভাব প্রকট।

ঘ) স্থানীয় খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনে মান নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে, সঠিক জ্ঞান ও প্রক্রিয়া অবলম্বনের অভাবে সঠিক মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছেনা, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত মানের অভাবে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উভয়েরই কার্যক্ষমতা ও জীবনকাল হ্রাস পায়।

ঙ) ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশের অভাব, অবকাঠামোগত অব্যবস্থাপনা, সঠিক সময়ে সঠিক নীতি প্রণয়নে অনীহা বা দীর্ঘসূত্রতা, বিভিন্ন অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, বিনিয়োগে অনীহা, বিভিন্ন প্রকারের শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, অতিরিক্ত সুদের হার ইত্যাদি এই শিল্প বিকাশের বড় অন্তরায়।

প্রস্তাবনা

ক) আন্ত মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে সকল অংশীজনের সাথে বসে সঠিক নীতি প্রণয় ও বাস্তবভিত্তিক লক্ষণ নির্ধারণ করে সঠিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর মূল্যায়ন করা।

খ) গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো জন্য সরকারি প্রণোদনার ব্যবস্থাপনা।

গ) দেশীয় বিনিয়োগের সাথে সাথে বৈদেশিক বিনিয়োগও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ) কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলিতে কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয় চালু করা প্রয়োজন।

ঙ) সরকার ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সমন্বিত উদ্যোগ গঠন করা যাতে আধুনিক উৎপাদন প্রক্রিয়া, রপ্তানি, মান নিয়ন্ত্রণ ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান সহজ হয়।

চ) কৃষি যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশের মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের সমস্যা গুলি চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়নের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি সমন্বিতভাবে সহযোগিতা করতে পারে।

ছ) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে ধীরে ধীরে স্বনির্ভরতা অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশে কৃষি যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশের উৎপাদন খাত দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। ইতোমধ্যেই অনেক স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কৃষকের চাহিদা মেটাতে সফল হয়েছে এবং বিদেশে রপ্তানি করছে। তবে উন্নত প্রযুক্তি, মানসম্পন্ন কাঁচামাল, দক্ষ জনবল এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে না পারলে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হবে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ, গবেষণা এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের সমন্বয়ের মাধ্যমেই বাংলাদেশ কৃষি যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনে আত্মনির্ভর হতে পারবে। এর ফলে শুধু খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তাই নয়, আর্থ-সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বিপুল জনগোষ্ঠীর দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

Light Engineering needs research based pyramid model

Dr. Syed Md. Ihsanul Karim
Former MD, SMEF
Former Director, BITAC and
Chairman, Inter Biz

Sustainable Light Engineering Development needs research on demand followed by commercialization. It must be supported by policy. It must start with one research then needs to be commercialized with the detailed working design, production process, material specification etc. They are all being done by engineers. Working drawing, work detailing, supervision, production planning follow-up and other field level necessary engineering works are being worked on by diploma engineers. Lastly the machining works are worked on by technicians.

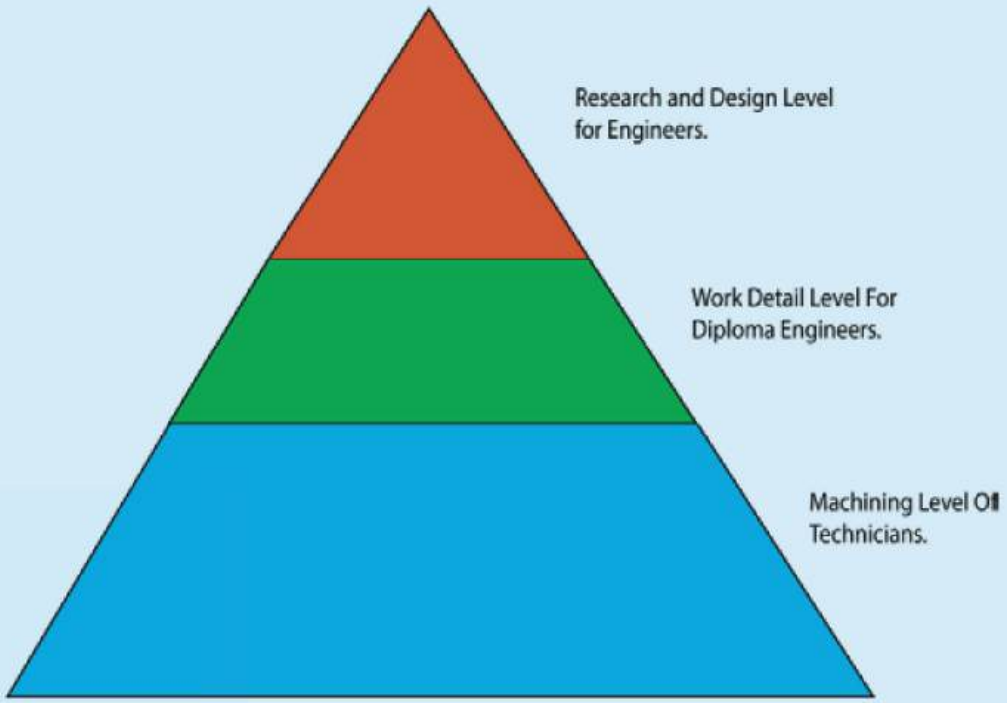

Usually one research creates work for multiple engineers. In the same way one engineer creates work for multiple diploma engineers. And then again one diploma engineer creates work for multiple technicians. In the diagram there are 3 levels, level 1 contains research and design. Usually research and design are done at university level. Level 1 requires strong linkage between academy and industry. It also needs entrepreneurship friendly environment to create new entrepreneurs instead of regular jobs. If research and designs are done locally, the talented engineers and tech related people will get high value jobs locally. As a result it will significantly reduce brain drain from our country. Also it will create huge job opportunities for our unemployed diploma engineers.

On the other hand our Light Engineering clusters including at Dholaikhal consisting talented manpower have huge potential for engineering works. The clusters need worthy works. And to make that happen the research and design need to be done locally by university level experts. The research outcomes should be protected under intellectual properties (IP).

As we know one of the best alternatives for garments is the Light engineering sector. This has around 7 trillion dollar global market. Bangladesh can take this opportunity of considerable market share through research to manufacture cycle by using extra advantage of the population dividend.

এলডিসি থেকে উত্তরণ এবং বাংলাদেশে দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপকের চাহিদা পূরণে করণীয়

ড. মো. হেলাল উদ্দিন, এনডিসি
সেক্রেটারি জেনারেল, বিসিআই;
সাবেক অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় ও সাবেক মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

বাংলাদেশ ২০২৬ সালের নভেম্বর থেকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে বেরিয়ে আসবে। বাংলাদেশের জন্য স্বল্পোন্নত দেশ হতে বেরিয়ে আসা একদিকে যেমন গৌরবের, অন্যদিকে এর জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট ও কঠিন চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রস্তুতি এখনো সন্তোষজনক হয়নি। এ চ্যালেঞ্জগুলোর অন্যতম হলো অদক্ষ এবং স্বল্পদক্ষ কর্মীদের চাকরি হারানো। কারণ গ্র্যাজুয়েশনের পর আমাদের হাই ভ্যালু অ্যাডেড পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। এর জন্য নতুন প্রযুক্তি ও নতুন দক্ষতা প্রয়োজন হবে। অধিকন্তু আমরা বর্তমান চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগ অতিক্রম করছি। যেখানে স্থানীয় ও বিশ্ব চাকরির বাজারের জন্য আমাদের নতুন প্রযুক্তি ও দক্ষতা অর্জনের আবশ্যকতা রয়েছে। দেশের বেসরকারি খাত ক্রমান্বয়ে বিকশিত হচ্ছে। কর্মসংস্থানের ৯০ শতাংশ হচ্ছে বেসরকারি খাত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। দেশের নাগরিকরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। দেশের উন্নয়নে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে দেশে পাঠাচ্ছে। অন্যদিকে দেশের গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, আইসিটি ও পোলট্রি খাতে অনেক বিদেশী নাগরিক কাজ করছেন, যাদের জন্য দেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স যায়। আমাদের আশার জায়গা হচ্ছে, বাংলাদেশ একটি তারুণ্যনির্ভর দেশ, যার রয়েছে জনমিতিক লভ্যাংশ বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। দেশে বর্তমান ২৬ বছর গড় বয়সী মানুষের সংখ্যা ৮ কোটি। এলডিসি উত্তর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের সুনির্দিষ্ট খাতভিত্তিক দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরি করা আবশ্যক। আমাদের উৎপাদন ও সেবা খাতগুলোর বিভিন্ন উপখাতে এবং আমাদের কর্মীদের বৈদেশিক বাজারের চাহিদা বিবেচনায় দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরির বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ আবশ্যক। দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপকের স্থানীয় ও বৈদেশিক কর্মবাজারে চাহিদা পর্যালোচনায় দেখা যায়, বর্তমানে দেশের উৎপাদন ও সেবা খাতে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ কর্মীর চাহিদা রয়েছে। উল্লেখ্য, দেশের অর্থনীতি যে দুটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স।

স্থানীয় ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপকের চাহিদার প্রধান খাতগুলো (উৎপাদন ও সেবা):
কৃষি ও কৃষিজাত (কৃষি প্রক্রিয়া, মাংস ও প্রাণিসম্পদ); শিল্প (অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ); স্বাস্থ্য (নার্সিং, কেয়ারগিভার, ল্যাব টেকনিশিয়ান ও অন্যান্য সহায়ক সার্ভিস); আইসিটি (এআই, আউটসোর্সিং, বিগডাটা) ও অন্যান্য সহায়ক সেবা); ফ্যানিলিটি ম্যানেজমেন্ট (মেইনটেন্যান্স); ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট; ডিজাইন ও মিডিয়া; বিশেষায়িত উৎপাদন ও সেবা খাত (মেগা এজেন্ট, পোর্ট); নির্মাণ শিল্প; বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত ও উপখাত এবং অগ্রাধিকার খাত (লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিকস ও প্লাস্টিক শিল্প)।

বাংলাদেশে গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল, টেলিকমিউনিকেশন, উচ্চ প্রযুক্তির উৎপাদন খাত, পোলট্রি রেয়ারিং এবং পোলট্রি ফিড ইত্যাদি খাতে প্রায় পাঁচ লাখ বিদেশী নাগরিক কর্মরত রয়েছেন। তাদের অধিকাংশ উচ্চ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক। তারা প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে নিয়ে যায়।

বাংলাদেশ প্রতি বছর মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য দেশে গড়ে প্রায় পাঁচ লাখ জনশক্তি রফতানি করে। বিদেশে যাওয়া কর্মীদের মধ্যে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়া গমনকারীদের প্রায় অর্ধেক বিশেষ কোনো দক্ষতা ছাড়াই যান। অবশিষ্ট কর্মীরা স্বল্প দক্ষতা নিয়ে বিদেশে যান বা বিদেশে গিয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। তবে তাদের দক্ষতার কোনো সনদ স্বীকৃতি নেই। মধ্যপ্রাচ্য ও

মালয়েশিয়ার বাংলাদেশ হতে দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের গমনের সুযোগ ও চাহিদা রয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা ও আমেরিকায় উচ্চদক্ষ কর্মী (প্রফেশনাল) হিসেবে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শ্রমবাজারের চাহিদাভিত্তিক ব্যবস্থাপক/প্রফেশনাল তৈরির কোনো ডাটাবেজ নেই। তবে গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ কাজের সুযোগ পাচ্ছে না।

শিল্প খাতভিত্তিক প্রয়োজনীয় দক্ষকর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরির বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি তেমন নেই।

দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরির বর্তমান সুযোগগুলো: অকুপেশনভিত্তিক শর্ট কোর্স; ট্রেডভিত্তিক ভোকেশনাল শিক্ষা; ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা; বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা; বিশেষায়িত শিক্ষা/প্রফেশনাল শিক্ষা; আইসিটি খাতের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে আইসিটি-বিষয়ক বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ; নতুন প্রযুক্তি যেমন এআই-সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ; সারা দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সাধারণ ও প্রফেশনাল ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ;

দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা বা চ্যালেঞ্জগুলো: আমাদের উৎপাদন ও সেবা খাতের বিভিন্ন উপখাতগুলোয় কী ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন এবং এ ধরনের দক্ষতা কারা প্রদান করতে পারে তার কোনো পাবলিক পরিচিতি নেই এবং সুনির্ধারিত তথ্যপ্রাপ্তিরও সুযোগ নেই। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সক্ষমতা ও মানসম্মত কারিগরি শিক্ষার সক্ষমতা ও মান এবং মূল্যায়ন পদ্ধতির অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের, বিশেষ করে সারা দেশের স্নাতক পর্যায়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সময় কর্মকালীন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সীমিত। বর্তমান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর চাহিদা অনুপাতে যুবকরা আইসিটি, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড সফট স্কিলস ভালোভাবে অর্জন করতে পারছেন না। ফলে কোনো রকম দক্ষতা ছাড়াই বিপুলসংখ্যক লোক চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় নামছে। দেশে কারিগরি পেশাগুলোর সামাজিক স্বীকৃতি কম। সমাজ/পরিবার অন্যের কাছে গর্ব করে বলতে পারবে এমন পেশায় ছেলেমেয়েদের দেখতে চায়। আমাদের বেসরকারি খাতের আনুষ্ঠানিক খাতের কর্ম ও কর্মগুলোর প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে যুবকদের ধারণা কম, কারণ অধিকাংশ বেসরকারি আনুষ্ঠানিক চাকরির জন্য সচরাচর পাবলিক ডমিনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় না। যাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই কিন্তু দেশ/বিদেশে কাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা অর্জন করেছেন তাদের দক্ষতা মূল্যায়নপূর্বক সনদ প্রদান (আরপিএল) কার্যক্রমের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং শিল্প-কারখানা ও সেবা খাতে কর্মরত কর্মীদের রি-স্কিলিং ও আপ-স্কিলিংয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সহযোগিতার অভাব রয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা চাহিদা নিরূপণ, চাহিদা অনুযায়ী তাদের দক্ষ করে তোলা, দক্ষতা মূল্যায়ন এবং দক্ষতা সনদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক ঘাটতি রয়েছে। দক্ষতা প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমে গোবাল পার্টনারশিপ অ্যান্ড বেঞ্চ মার্কিংয়ের অভাব রয়েছে। দক্ষ ব্যবস্থাপক/প্রফেশনাল তৈরির জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট এবং সরকারি ও বেসরকারি ইনস্টিটিউটগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও যোগাযোগের অভাব রয়েছে। এসব বিষয় উৎপাদন ও সেবা খাতের উদ্যোক্তারা ভালোভাবে জানেন না।

দেশের যেসব খাতে বিদেশী কর্মীরা কাজ করেন সেসব খাতের বিভিন্ন অকুপেশন/প্রফেশনে দেশীয় কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে বেসরকারি খাত এসব বিষয়ে তথ্য আদান-প্রদানে সাবলীল নয়। লাইফলং লার্নিং ও কন্টিনিউয়াস এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের (সিইটি) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের দেশ-বিদেশে উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করার বিষয়ের (স্কিল মার্কেটিং) কোনো ব্যবস্থা নেই এবং বিদেশে নিয়োগকারী কর্তৃক গ্রহণযোগ্য সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা নেই। দেশের কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রায় সব সরকারি-বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কারিকুলাম তৈরি, পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট দেয়। একক একটি সংস্থা হিসেবে এত ব্যাপক কাজের দায়িত্ব পালনের ফলে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মানের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে কম গুরুত্ব পেয়ে আসছে।

বর্তমান শিক্ষা গ্রহণ শেষে কর্মে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে না অধিকাংশ যুবক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নরত প্রায় ৪০ লাখ শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা অনিশ্চিত কর্ম-ভবিষ্যৎ নিয়ে শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক দাতাদের সহায়তায় গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে লক্ষ্যস্থির ও সমন্বয়হীনতার অভাবে বাংলাদেশের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নে কার্যকর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি।

দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপকের চাহিদা পূরণে করণীয়: দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি গড় ২৬ বছর বয়সের প্রায় আট কোটি যুবশক্তিকে কার্যকর শ্রমশক্তিতে রূপান্তর করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে নিচের পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে।

স্বল্পমেয়াদি: যেসব প্রতিষ্ঠান দেশে সরকারি পর্যায়ে নিজেরা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে এবং যেসব প্রতিষ্ঠান বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি ও সনদ দেয় (বিএমইটি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও এনএসডিএ) তাদের কার্যক্রম, সক্ষমতা এবং দক্ষতা উন্নয়নে প্রভাব কী ইত্যাদি জরুরি ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা দরকার। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অনুমতি নিয়ে স্থাপিত বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষণের মান ও সক্ষমতা যাচাই করা আবশ্যক। সরকারি-বেসরকারি সব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অকুপেশন/ট্রেডভিত্তিক পরিচালিত প্রশিক্ষণ একই মানের ও মূল্যায়ন পদ্ধতিও অভিন্ন হওয়া দরকার। এ কাজের জন্য এনএসডিএ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বিএমইটি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয় করে সব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান যাচাই করে সংস্কার/উন্নয়ন/প্রয়োজনে বন্ধ করে দেয়া একান্ত জরুরি। এজন্য এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। বাংলাদেশের অদক্ষ/অর্ধদক্ষ শ্রমিকের বড় কর্মের বাজার হলো বৈদেশিক (মধ্যপ্রাচ্য ও মালয়েশিয়া) কর্মসংস্থান। দেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান কার্যক্রম সূচারুভাবে সম্পন্ন (কর্মী অনুযায়ী দেশ বাছাই, কর্মের জন্য উপযুক্ত সার্টিফিকেটসহ যোগ্যতা তৈরি, কর্মীকে দেশ ও পেশা নির্বাচনের সুযোগ দান, কর্মীর আর্থিক সহযোগিতা, বিদেশে কর্মপ্রাপ্তি তদারকি) ইত্যাদি কাজের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। আমাদের কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাত, শিল্প খাত, স্বাস্থ্য খাত, শিক্ষা ও শিক্ষা সহায়ক খাত, হোটেল রেস্টুরেন্ট, ট্যুরিজম ও আইসিটি সহায়ক খাতের কর্ম ও কর্মপ্রাপ্তিতে যোগ্যতা অর্জনের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে প্রতিটি খাতের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা দরকার।

মধ্যমেয়াদি: যেসব বিশেষায়িত খাতগুলোয় বিদেশী কর্মীরা কাজ করেন এ বিষয়গুলো চিহ্নিত করে বাংলাদেশী কর্মীদের কীভাবে রিপ্লেস করা যায় সে বিষয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা দরকার। সেবা খাতের বিশেষায়িত অকুপেশন/প্রফেশনগুলোর জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ। যারা বিদেশে বিভিন্ন অকুপেশনে দক্ষতা অর্জন করেছে এবং দেশে যারা বিভিন্ন ট্রেডে ও অকুপেশনে দক্ষতা অর্জন করে কাজ করছেন কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট নেই, তাদের জন্য আরপিএল প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি করা। শ্রম ও কর্মসংস্থান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, শিক্ষা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা, কৃষি, যুব ও ক্রীড়া, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্যশিক্ষা, মহিলা ও শিশু ইত্যাদি মন্ত্রণালয়, এনএসডিএ এবং বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান এফবিসিসিআই, বিসিআই, ডিসিসিআই, এমসিসিআই, বিডব্লিউসিসিআই ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান নিয়ে দেশের কর্মসংস্থান বিষয়ে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স করে নিয়মিতভাবে দেশের কর্মসংস্থান পরিস্থিতি, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি নিয়ে পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে হবে। চিহ্নিত খাতগুলোর কর্মোপযোগী দক্ষতা তৈরি ও উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করতে নিয়োগকর্তা, প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করার বিষয়েও এই টাস্কফোর্স কাজ করবে। কাজের প্রতি শ্রমিক কর্মচারী/ব্যবস্থাপকদের আগ্রহী করে তুলতে কর্মপরিবেশ নিরাপত্তা এবং প্রতিটি শ্রমিকের পেশাগত সেফটি ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে গুরুত্ব দিয়ে যুবকদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের বিষয়ে একটি পৃথক মন্ত্রিপরিষদ/উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি: দেশে সরকারি ও বেসরকারি আনুষ্ঠানিক কর্মের ধরন ও কর্মপ্রাপ্তিতে করণীয় সম্পর্কে ছাত্রদের ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে। দক্ষতা প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমে গোবাল পার্টনারশিপ অ্যান্ড বেঞ্চমার্কিংয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। বর্তমানে শিক্ষাগ্রহণ শেষে কর্মে প্রবেশ করতে সুযোগ পাচ্ছে নাড়এমন শিক্ষাগ্রহণ সীমিত করতে হবে। দেশের কর্মক্ষম মানুষগুলোকে তাদের বর্তমান পেশা/দক্ষতা/অভিজ্ঞতাভিত্তিক চিহ্নিত করে একটা ডাটাবেজ/গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যেতে পারে। খাতভিত্তিক কাজগুলোয় কাজের জন্য উপযুক্ত দক্ষতা চিহ্নিত করে বর্তমান দক্ষতা ও ভবিষ্যতে কাজের দক্ষতা গ্যাপ পরিমাপ করতে হবে। তাদের কাজ করার উপযোগী করার জন্য কী করতে হবে তা ঠিক করতে হবে। দক্ষ কর্মী ও ব্যবস্থাপক তৈরির পদক্ষেপগুলোকে অত্যন্ত উচ্চমাত্রার গুরুত্ব দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে সমন্বিত ও সবার জন্য প্রযোজ্য নীতি বা আইন প্রণয়ন করতে হবে।

প্রকাশ: বুধবার ৯ জুলাই ২০২৫, বণিক বার্তা

Bridging the gap: Competition instruments and the development of MSMEs in Bangladesh

Mohd. Khalid Abu Naser
Founding Director and Former Non-Governmental Advisor
Bangladesh Competition Commission (BCC);
Lifelong Student of Competition/Antitrust Law.
Email: naser.admin@gmail.com

Abstract

This article critically examines the effectiveness of key competition law instruments in Bangladesh from the perspective of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). It analyzes how antitrust enforcement, merger control, trade policy alignment, sector-specific regulations, and state aid influence MSMEs' ability to compete fairly. With Bangladesh's LDC graduation approaching in 2026, the paper underscores the urgency of adopting a more inclusive and context sensitive application of competition tools to support MSMEs as engines of inclusive growth, employment, and export diversification.

The article investigates whether current regulatory practices enable or hinder MSME development and evaluates their alignment with market efficiency, fair competition, and economic justice. By identifying implementation gaps and institutional inconsistencies, it proposes actionable, locally relevant policy reforms to enhance MSME competitiveness through equitable market access and effective enforcement. It also explores strategies to engage stakeholders in shaping a regulatory environment where MSMEs play a central role in Bangladesh's long-term socio-economic transformation.

1. Introduction

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) form the backbone of Bangladesh's economy. Representing approximately 90% of industrial units, they contribute around 80% of industrial employment, engaging an estimated 7.8 million individuals. Their output accounts for nearly 25% of national GDP, reflecting the sector's substantial economic footprint. Beyond these macroeconomic contributions, MSMEs play a pivotal role in rural development, poverty alleviation, employment generation, and export diversification particularly in sectors such as handicrafts, agro-processing, and light manufacturing. Their inclusive, decentralized structure makes MSMEs essential agents of equitable and sustainable growth.

Globally, MSMEs drive national economies in both developed and developing countries. In Japan, MSMEs comprise 81.4% of employment and receive 50% of total credit; in France, they contribute 54% to value addition and receive 45% of total investment; in India, they account for 40% of total exports. These global

benchmarks underscore the strategic potential of MSMEs in Bangladesh, which remains underutilized due to systemic barriers.

Despite their central economic role, Bangladeshi MSMEs often face structural and behavioral market constraints, including unequal access to capital, predatory pricing, market exclusion, and limited bargaining power. A critical and often overlooked dimension of these challenges lies in the enforcement of competition law and policy. Weak antitrust enforcement, inadequate merger scrutiny, uncoordinated sectoral regulation, and opaque state aid practices can all distort market dynamics to the detriment of MSMEs.

As Bangladesh approaches its graduation from Least Developed Country (LDC) status in November 2026 amid global headwinds such as increased tariffs on exports and tightened trade conditionalities there is a pressing need to evaluate whether the current competition regime is enabling MSME resilience or reinforcing entrenched market power. In this context, competition policy must not be viewed solely as a tool to regulate large corporations, but as a critical instrument for ensuring inclusive market access and empowering MSMEs to thrive.

This article explores the causal link between the effectiveness of competition law instruments such as antitrust enforcement, merger control, trade policy alignment, sector-specific regulation, and state aid and the development trajectory of MSMEs in Bangladesh. It aims to assess whether these instruments function as enablers or barriers and proposes actionable, context-specific reforms that can position MSMEs as vital drivers of Bangladesh's long-term socio-economic transformation.

2. Key Competition instruments and their MSME implications

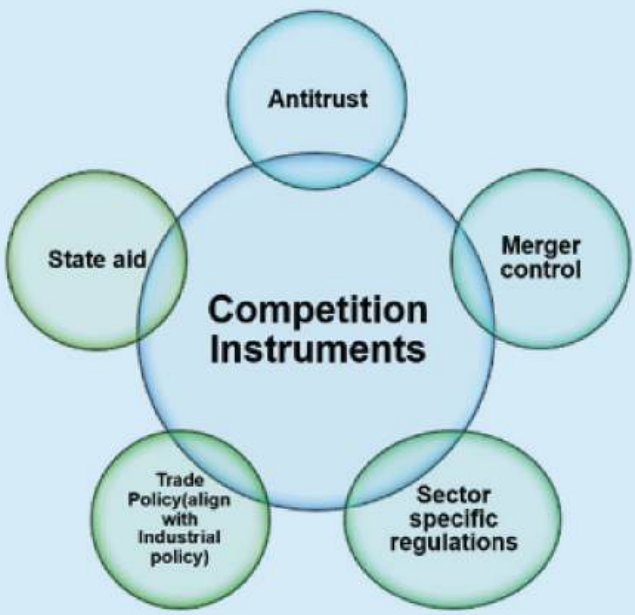

Figure: Competition instruments

2.1 Antitrust instruments: Anticompetitive agreement (Conspiracy) and Abuse of dominant market power (Exploitation)

At the heart of competition law are antitrust provisions targeting anti-competitive agreements (conspiracies) and abuse of dominant market power (exploitation). These violations may occur through collusion (e.g., price fixing, market sharing, bid rigging) or unilateral abuse (e.g., predatory pricing, discriminatory conditions, refusal to deal etc.).

MSMEs are particularly vulnerable to both forms of antitrust abuse. Bid rigging in public procurement disproportionately harms smaller firms lacking political connections or legal resources. Similarly, abusive practices by dominant players, such as predatory pricing or exclusive dealing, can drive MSMEs out of the market.

In Bangladesh, as in many jurisdictions, the enforcement of antitrust law is predominantly reactive. The BCC has limited capacity for proactive market surveillance or sector inquiries. The result is a regulatory vacuum in which MSMEs suffer in silence, unable to challenge deep-rooted market power.

2.2 Merger control: Gatekeeping market structure

Merger control is another critical tool for preserving market contestability. In theory, it prevents excessive concentration by assessing whether mergers and acquisitions (M&As) are likely to reduce competition.

For MSMEs, merger decisions can have significant downstream effects. For example, if a major distributor acquires a logistics company and restricts access to competitors, MSMEs may face higher costs and market exclusion. Yet, due to capacity constraints, merger assessments in Bangladesh often overlook MSME implications. Economic, legal, and technological evaluations are rarely conducted with MSMEs in mind, and stakeholders from the MSME sector are seldom consulted.

Additionally, many MSMEs lack the financial literacy to understand how M&A deals may affect their market access or bargaining position. Without legal aid or advocacy platforms, they remain voiceless in merger proceedings.

2.3 Trade and industrial policy alignment

Trade and industrial policies, when misaligned, can produce anti-competitive outcomes. Although not traditionally considered core competition tools, their influence is substantial.

Bangladesh typically revises its trade and industrial policies every four to five years. However, MSMEs often lack the institutional capacity and organizational strength to effectively engage in policy consultations or influence decision-making processes. As a result, key policy instruments such as tariffs, subsidies, and import licensing tend to disproportionately benefit large firms, while unintentionally placing smaller producers at a disadvantage.

For instance, selective duty exemptions on imported machinery benefit large conglomerates but exclude MSMEs due to complex documentation or limited awareness. When trade policy prioritizes short-term revenue over long-term competitiveness, MSMEs suffer from increased costs and limited scalability.

2.4 Sector-specific regulations

Regulatory oversight in sectors such as telecommunications, energy, finance, and securities often intersect with competition concerns. While sectoral regulators are expected to prevent abuse of dominance or collusion within their domains, coordination with the competition authority is frequently weak.

MSMEs face acute knowledge asymmetries in dealing with regulatory compliance. Licensing procedures, data-sharing mandates, or energy pricing structures may disproportionately burden smaller players. In sectors dominated by a few incumbents, regulatory forbearance can deepen market entry barriers.
A notable example is the telecom sector, where spectrum allocation, interconnection charges, and infrastructure sharing significantly affect new entrants. Without regulatory coherence and cross-agency coordination, MSMEs remain at the periphery of sectoral markets.

2.5 State aid: The invisible distortion

State aid delivered through subsidies, tax exemptions, preferential procurement, or subsidized credit can serve as a powerful tool to correct market failures and support MSMEs when applied transparently and strategically. However, in Bangladesh, such aid often disproportionately benefits large conglomerates under the guise of industrial promotion, with limited regard for long-term market implications.

For example, the production of consumer goods like puffed rice (muri), spicy snack mix (chanacur), and spices (moshla) is increasingly dominated by large enterprises that enjoy implicit or explicit state support, such as tax breaks or preferential licensing. This has led to the crowding out of small traditional producers, eroding local entrepreneurship and concentrating market power.

Unlike antitrust violations, which are explicitly penalized under the Competition Act, 2012, distortions caused by state aid remain legal and are often embedded within policy frameworks. This regulatory asymmetry compromises market fairness by allowing politically connected or resource-rich firms to gain undue market power, stifling competition, reducing product diversity, and driving up consumer prices.

In jurisdictions like the European Union, state aid is subject to scrutiny to ensure public interest objectives do not undermine competition. Bangladesh, however, lacks such a mechanism, allowing unchecked advantages to entrench oligopolistic structures.

To address this, a national dialogue is urgently needed to bring state aid under the purview of competition policy. A transparent review mechanism aligned with global best practices would help ensure public resources promote inclusive growth and uphold the integrity of Bangladesh's competition regime.

3. The MSME reality: Disempowered and disconnected

MSMEs in Bangladesh are not just underrepresented; they are structurally disempowered. Most lack access to legal aid, financial services, digital platforms, and policy dialogue. They are fragmented, informally networked, and rarely organized into strong trade associations.

This institutional weakness magnifies their vulnerability to anti-competitive conduct and regulatory indifference. Unlike conglomerates that lobby for favorable tax regimes or sectoral deregulation, MSMEs remain spectators in a game they cannot influence.

Their exclusion is further reinforced by bureaucratic hurdles, knowledge gaps, and high compliance costs. Even when harmed by competition/antitrust violations or state aid distortions, few MSMEs pursue redress through the BCC due to time, cost, and credibility constraints.

4. Policy Recommendations: Towards a pro-MSME competition regime

Creating a competitive and inclusive economic environment requires a deliberate shift toward a pro-MSME competition regime. To achieve this, the following policy measures are recommended:

4.1 Institutional strengthening of the BCC:

Enhance the BCC's investigative capacity, staff expertise, and financial autonomy to enable more effective enforcement of competition law. Establish MSME-focused help desks, early warning systems, and sectoral monitoring cells to identify anti-competitive risks that disproportionately affect small enterprises.

4.2 Strategic engagement and institutional synergy:

While MSMEs may not typically engage in practices that trigger direct competition law enforcement, their inclusion in the competition ecosystem is vital. The BCC should actively engage with MSMEs to raise awareness, build compliance capacity, and promote advocacy. Tailored guidance such as threshold-based block exemptions or simplified rules for small enterprises can improve legal certainty and encourage responsible business conduct.

Moreover, the BCC should strengthen partnerships with institutions like the SME Foundation and BSCIC to ensure competition principles are embedded in MSME development strategies. Its inclusion in the National SME Development Council (NSDC) as a regular member or observer would institutionalize this role. MSME-specific consultation platforms should be developed to surface practical challenges and explore the need for tailored exemptions or interventions.

4.3 Inclusive Merger review framework:

Mandate that merger and acquisition (M&A) reviews include input from MSME stakeholders. Analytical tools should be developed to quantify the downstream impact of mergers on small suppliers, distributors, and competitors, thereby protecting market access for MSMEs in increasingly concentrated sectors.

4.4 Transparency and accountability in State aid:

Introduce a public registry of state aid recipients and require mandatory cost-benefit analyses for large-scale subsidies or tax incentives. Sunset clauses should be attached to industry-specific support measures to prevent long-term distortions. These reforms will help mitigate the risks of favoritism and market concentration arising from unchecked State aid.

4.5 MSME empowerment programs:

Launch dedicated legal awareness campaigns and regulatory simplification initiatives targeting MSMEs. Improve access to financing through digital funding platforms and institutional partnerships. Incentivize MSME participation in export clusters, trade fairs, and e-commerce ecosystems to expand market reach and competitiveness.

4.6 Competition impact audits for policy reforms:

Require mandatory competition impact assessments for significant regulatory changes, such as tariff adjustments or licensing reforms, to ensure they do not disproportionately harm MSMEs. These audits should be integrated into the policymaking process to promote evidence-based, pro-competitive decisions.

6. Conclusion: The time to act is now

Competition instruments in Bangladesh must evolve from abstract legal tools into dynamic enablers of inclusive growth. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) cannot thrive in markets distorted by unfair practices, regulatory ambiguity, and inconsistent enforcement.

Bangladesh faces two critical deadlines: reaping its demographic dividend by 2040 and graduating from LDC status by November 2026. To meet these milestones, a robust, inclusive competition regime anchored in transparency and fairness is essential to empower MSMEs, diversify exports, and strengthen economic resilience.

Globally, President Trump's tariff shock served as a wake-up call, reminding nations to reform, realign, and center MSMEs in future economic planning. Bangladesh must seize this moment.

In competition law, three key efficiencies matter- allocative, productive, and dynamic. If the BCC functions effectively, it can help ensure these efficiencies fostering healthy markets for both MSMEs and larger enterprises. This is a pivotal moment to reimagine our economic future with competition, fairness, and MSMEs at the core.

প্রোডাক্ট ডাইভার্সিটি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নে উদ্ভাবনের গুরুত্ব : বাংলাদেশে এসএমই শিল্পে ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটের সুযোগ ও সম্ভাবনা

তাসলিমা জাহান
এডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট অব বাংলাদেশ
গবেষক ও কনসালটেন্ট ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি
বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিকাল ইন্ডাস্ট্রি
বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজ

বাংলাদেশে মেধাসম্পদ ও মেধাস্বত্ব অধিকারের বাণিজ্যিক সুবিধাগুলো এখনো বেশির ভাগ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা থেকে দেশীয় শিল্পের কাছে অপরিচিত হয়ে আছে। গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী - পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে মেধাসম্পদ উন্নয়ন করে বাণিজ্যে বিশেষ অবস্থান করলেও, বাংলাদেশে উন্নত মানের গবেষণা, মেধাসম্পদ সৃষ্টি ও বাজার তৈরি করণে উন্নত উন্নয়নশীল দেশ থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। অথচ বর্তমান শতাব্দীতে, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তার সাথে মেধাসম্পদ সৃষ্টি, মেধাস্বত্ব অধিকার ও তার সফল কমার্শিয়ালাইজেশন হলো উদ্ভাবনী শিল্পব্যবস্থা আর অর্থনীতির গতি পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। মেধাসম্পদ হলো, মানুষের মেধা থেকে সৃষ্ট কোন নতুন শিল্প (novel product) বা উদ্ভাবন (invention) যা কোন একটা সামাজিক সমস্যার সমাধান করে থাকে, আর মেধাস্বত্ব অধিকার হলো এমন এক বাণিজ্যিক অধিকার, যার মাধ্যমে কোম্পানি বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, নতুন পণ্যের/ প্রযুক্তির রেজিস্ট্রার্ড উদ্ভাবক/ শিল্পী/ মেধাস্বত্ব অধিকারী (Intellectual Property Right holder) কে আইনানুগ চুক্তি অনুসারে বাণিজ্যিক লাইসেন্স ও ক্ষতিপূরণ দিয়ে ব্যবহার, ব্যবসা বা বাণিজ্যিক উৎপাদন যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সুইজারল্যান্ড, আর বর্তমানে চীন, সাউথ কোরিয়া, ভারত সব দেশ মেধাসম্পদের মেধাস্বত্ব অধিকার ও বাণিজ্যিক লাইসেন্স নিয়ে বিশ্ব বাজারে বিশেষ অবস্থানে রয়েছে। তারা শুধু বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বিস্তার নয়, মেধাস্বত্ব লাইসেন্স, দেশীয় মেধাসম্পদ গবেষণার পরিমাণ বৃদ্ধিতে তীব্র প্রতিযোগিতা করে আসছে। মেধাস্বত্ব অধিকারের বাণিজ্যিক লাইসেন্স প্রদানে শীর্ষে আছে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মান, নেদারল্যান্ডস, ইসরায়েল - অবাক হতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি শুধুমাত্র মেধাস্বত্ব বা ইনট্যানজেবল এসেটের ওপর বিভিন্ন দেশে লাইসেন্স (manufacturing, reproduction, distribution, import) থেকে ৮৪% শতাংশ রেভিনিউ আদায় করে। উন্নত ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি মেধাসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা ও উৎপাদন ও বাজারে নতুন পণ্য উদ্ভাবন, বাজার সুরক্ষার জন্য উন্নত দেশ থেকে লাইসেন্স/ অনুমতিও পেতে চায় ও ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়। বাংলাদেশ অনুন্নত দেশের কাতারে অবস্থান করায়, আমাদের দেশের শিল্প ও গবেষণা বহুমুখীকরণে এমন লাইসেন্স ফি দিতে হয় না, কিন্তু উন্নত বিশ্বের মেধাসম্পদ ব্যবহার করে দেশীয় গবেষণা, পণ্য উৎপাদন, উদ্ভাবন সুযোগ এখনো রয়েছে। তাই, বর্তমান অর্থনীতিতে আমাদের দেশীয় শিল্প, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা, গবেষকদের হাতে মেধাসম্পদ উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মানের দেশীয় মেধাসম্পদ ও বাণিজ্যিক স্বত্বাধিকার সৃষ্টি করার এই এক মোক্ষম সময়। এখানে সহজ ভাষায় বাংলাদেশে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য মেধাসম্পদ ও স্বত্বাধিকারের বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা তুলে ধরা হলো।

মেধাসম্পদ কয়েক রকমের হতে পারে, যেমন ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, কপিরাইট, ডিজাইন, প্ল্যান্টভ্যারাইটি, জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন। এরমাঝে ক্ষুদ্র বা মাঝারি উদ্যোক্তারা বিশ্ব বাজার প্রতিযোগিতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে, পেটেন্ট, ট্রেডসিক্রেট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক এই চারটা সহজে যে কোন নতুন পণ্য বা সেবায় গ্রহণ করতে পারেন ও বাণিজ্যিক লাইসেন্স বিজনেস শুরু করতে পারেন। যেমন ধরণের একটা পুরোনো সেচের যন্ত্র যা ব্যবহার করতে বিশেষ ব্যাটারি বা সময়সাপেক্ষ চার্জ লাগে এবং বাংলাদেশের কৃষক বাজারমূল্য বেশি বলে কিনতে পায় না। যদি কোন উদ্যোক্তা সে যন্ত্র নিয়ে গবেষণা করে, কম সময়ে ব্যাটারি

চার্জ হয়, সময় স্বল্পতা ও কৃষকের সাধ্য কোন উপকরণ দিয়ে নতুন করে একটা যন্ত্র করেন, তাহলে এই নতুন যন্ত্রের জন্য একটা ইউটিলিটি পেটেন্ট বা ডিজাইন পেটেন্ট, একটা নতুন লগো/ ব্র্যান্ড/ ট্রেডমার্ক পেতে পারেন। তার এই ছোট উদ্ভাবন ও শিল্পের জন্য বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পেটেন্ট ডিজাইন, ট্রেডমার্ক অধিকার পেতে আবেদন করতে পারেন । আরেকটু ব্যাখ্যা দিয়ে বলতে হয়, নতুন যন্ত্রটি কি বিশেষ নতুন কৌশল/ ফাংশনে চলে তার জন্য উটিলিটি পেটেন্ট, যন্ত্রটি বাহ্যিকদিকের বৈশিষ্ট্য সুন্দর উপস্থাপনের জন্য ডিজাইন পেটেন্ট ও যদি তার বিশেষ বাণিজ্যিক চাহিদা, প্যাকেজিং, লোগো থাকে তার জন্য ট্রেডমার্ক অধিকারের আবেদন করা যেতে পারে। এইরকম করে একজন কারের পার্টস বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের কারিগরি দক্ষ লোকেরা অনেকরকম নতুন পণ্য বা পদ্ধতি/ কৌশল/ প্রযুক্তির জন্য মেধাস্বত্ব অধিকার বা বাণিজ্যিক লাইসেন্স নিতে পারেন। মেধাসম্পদের বাণিজ্যিক লাইসেন্স অনেক দেশে আবেদন করা যায়, এর সুবিধা হচ্ছে যে দেশ নতুন উদ্ভাবন/ পেটেন্ট, ডিজাইন দিলো তার দেশের বিনিয়োগকারীরা প্রয়োজনমত, বাংলাদেশের পেটেন্ট বা ডিজাইন হোল্ডারের কাছে বাণিজ্যিক লাইসেন্স অনুমতি নিয়ে নিজের দেশে উৎপাদন, সরবরাহ বিক্রয় করতে পারে। পেটেন্ট বা ডিজাইন সুরক্ষিত নতুন প্রযুক্তি বা পণ্য ব্যবহারের আগে, বিশেষ ক্ষতিপূরণ দিয়ে মেধাস্বত্ব অধিকারী ও ব্যবহারকারীর মাঝে বিশেষ লাইসেন্স চুক্তি করে নিতে হবে, যার ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তার উদ্ভাবন বা নতুন পণ্যের বাণিজ্যিক বাজার,লাভ করতে হবে। বর্তমানে আইডিয়া বিজনেস/ আইডিয়া পুজিকরণ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে অনেক জায়গায় হলেও, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারী আইডিয়া জেনারেশন / কমার্শিয়ালাইজেশন বা মেধাসম্পদ বাণিজ্যিকরণে সংকুচিত হয়ে আছে। একটা ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মাঝে বিদ্যমান,যে ব্লকবাস্টার ইনোভেশন ছাড়া কোন নতুন বা সামান্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন কোন উদ্ভাবন বা শিল্প নয়। অথচ উন্নত, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে গবেষণালব্দ নতুন পণ্যে সংযোজন (তথ্যগত/ প্রযুক্তিগত/ কৌশলগত) কে ইনোভেশন ও অনেক ক্ষেত্রে পেটি পেটেন্ট বা স্বল্পমেয়াদী একচেটিয়া বাণিজ্যিক উদ্ভাবনের লাইসেন্স দিয়ে যাচ্ছে। চীন, ইন্ডিয়া, অস্ট্রেলিয়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিশেষ বাণিজ্যিক প্রণোদনা দিতে উটিলিটি পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কের বাণিজ্যিকে মেধাস্বত্ব অধিকার ইসু করছে ও তার বাণিজ্যিক অধিকার সম্প্রসারণের অন্যান্য দেশে আবেদন ও অধিকার সুরক্ষায় সরকার যথেষ্ট সহযোগিতা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের নতুন পেটেন্ট আইন -২০২৩, ডিজাইন আইন-২০২৩, ট্রেডমার্ক আইন-২০২৩ এ স্ট্যান্ডার্ড ইনোভেশন(২০ বছর) ও ইউটিলিটি পেটেন্ট (৮ বছর) তার সাথে কমার্শিয়াল রাইট রক্ষায় আন্তর্জাতিক মানের মানদণ্ড নির্ধারিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ও ইন্ডিয়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ইনোভেশন গবেষণা উন্নয়নে বিশেষ ব্যাংকিং পলিসি ও বৈদেশিক আবেদন সহযোগিতা নীতির সুবিধা রেখেছে। এরফলে নানা ধরনের এনজিও, বাণিজ্যিক সংগঠন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবন মার্কেট সৃষ্টিতে অনন্য অবদান রাখছে, পাশাপাশি বাণিজ্যিক অধিকার ও লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট সহযোগিতা দিয়ে ক্ষুদ্র মেধাস্বত্ব অধিকারের পোর্টফলিও তৈরি করছে। আমাদের দেশে গবেষণা, উদ্ভাবন ও উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক অধিকার প্রসারে সরকারকে বিশেষ সহযোগিতা ও পলিসি গ্রহণ করতে হবে। তার সাথে বিভিন্ন বাণিজ্যিক,ব্যাংক ও গবেষণা সংস্থা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, নতুন পণ্য সৃষ্টি ও বাণিজ্যিকরণে এগিয়ে আসলে মেধাসম্পদ অদূরে বাংলাদেশের নতুন সম্ভাবনা হয়ে ধরা দেবে। এজন্য মেধাস্বত্ব অধিকার নিয়ে শিক্ষা থেকে গবেষণা ও উৎপাদন পর্যায়ে যথেষ্ট সচেতনতা, প্রয়োগ ও দেশের মেধাস্বত্ব সমৃদ্ধ করণে সব পর্যায়ে আন্তরিক সহযোগিতা বাড়ানো দরকার।

"Digital supply chain finance, Risk sharing facilities for industrial MSMEs"

Sanjoy Pal
Senior Manager, SME Banking &
Head of Financial Literacy Wing
SHIMANTO BANK PLC.

The industrial MSME (Micro, Small and Medium Enterprise) is not just a noteworthy economic organ of Bangladesh, but a vital one. They are the key role players of employment generation for populous economies, like Bangladesh and perform as the backbone of the backwards linkage merchants of large corporations. They are also stepping up to innovate new products and processes nowadays. According to a report of the Planning Division, Bangladesh, 90per cent of industrial units represent CMSMEs, with 80per cent of industrial employment contributing 45 per cent of the manufacturing value added to the GDP of Bangladesh. Their importance to the economy of Bangladesh cannot be overstated. However, despite their potential, most of them suffer from a lack of capital support from financial institutions to establish industries. They need to inject their own funds or funds from informal sources to be established. The World Bank, in its publication on "Financing Solution for Micro, Small and Medium Enterprises in Bangladesh", revealed the presence of significant financial infrastructure weaknesses that impede the financial inclusion of MSMEs. The report also recorded a 159th ranking for Bangladesh (out of 190 countries) for the 'Getting Credit' indicator. Due to a lack of awareness about and financial literacy, MSMEs lack financing support from the formal sector. They typically expect to manage the regular cash cycle because they have funding constraints. When they receive a bigger supply order at a time, they fail to get the work done. To meet their emergency working capital or sometimes fixed asset-related requirements, they seek funds from informal sources, bearing huge interest that is burdensome for them to bear. To address the financing gap between both parties and ensure access to finance from the formal sector by Industrial MSMEs, digital supply chain finance to support their cash cycle, and a risk-sharing facility concept should be introduced as advanced financing solutions.

Many industries have been affected by the idiosyncratic negative shocks of the COVID-19 disease since 2019. Some unstable economic and political situations that arise from time to time also make the marginal MSMEs suffer. Furthermore, the US tariff for Bangladesh has led some industries to initiate a refurbished drive as the tariff may cause unexpected changes in market demand for some exported items or may create supply chain disruptions in production. MSMEs are considered the most vulnerable participants in terms of their size, capacity and limited resources. All they need to absorb these shocks is to expand the sources of funding. Here, financing from formal sources, specifically from financial institutions, can create an opportunity for them to sustain in the long run. MSMEs mostly require funds on an urgent basis, where the lead time matters. But due to the process and documentation gap constraints, most of them are apathetic to borrow from Banks and Non-Banking Financial Institutions. They are seeking funds from Micro Finance Institutions, rather than having a 24 per cent interest rate, unlike banks that charge 4 per cent to 15 per cent interest annually. Hence, the banks are not getting

access to lend to the marginal MSMEs, and the MSMEs are not getting access to borrow from banks in the expected large amount. The leading economies of the world are mitigating this gap by embracing the digital finance module in their process. What most of the financial institutions in Bangladesh can do is to introduce financing solutions through digital means in their process.

The industrial enterprises seek funding for capital machinery, working capital support, import financing and export financing as well. Most of them are usually MSMEs who play the pivotal role in the supply chain ecosystem. In that case, to roll out the regular operations, they frequently need supply chain financing support from Banks or NBFIs. The manual intervention of the supply chain finance has lost its tradition worldwide. The industries have been utilizing the Letter of Credit, Documentary Acceptance and Collection method of supply chain financing in Bangladesh for a long time. To meet the local demand, these methods are considered costly. To alleviate the cost burden, invoice financing, a widely known method of digital supply chain finance, should be made more accessible. Many of the renowned banks of the world, such as Standard Chartered Bank, Bank of America, Lloyds Bank, Arab Bank, DBS Bank, ICICI Bank, etc., have already embraced advanced technologies and implemented digital supply chain finance strategies to create more operating cash flow for industrial MSMEs. The suppliers benefit from the digital chain of financing in several ways. They have zero risk in their relationships, receive online payments that are disbursed quickly and securely, and can upload invoices at any time, either individually or in bulk, through various access points, including computers, mobile devices, and tablets. The buyer can enjoy a one-stop invoice financing opportunity, including fast approval and disbursement through online, automate the payables, track upcoming payment schedules, obtain leverage with suppliers and vendors, etc. In addition to the benefits of suppliers and buyers, the financial institutions will also offer program-based solutions, seamless onboarding of marginal MSMEs, and paperless and hassle-free processing of services to both parties. The potential of digital supply chain finance to meet the working capital requirements by cash flow generation for MSMEs is immense. Proper financing can be a game changer for MSME in Bangladesh, as the Fintech is revolutionizing it.

Furthermore, to support the MSMEs in meeting their financing requirements, either for working capital or fixed assets, the central bank, along with some leading financial institutions in Bangladesh, have been encouraging Risk Sharing Facilities (RSFs) for a long time. Bangladesh Bank, having a pilot project funded by the United Nations Capital Development Fund (UNCDF), introduced a risk-sharing facility, a bilateral loss-sharing agreement in the name of the Credit Guarantee Scheme during 2016-2019. Later on, Credit Guarantee was introduced for the pre-financing and refinancing schemes only, which are being continued. Many MSME entrepreneurs have the ability to take calculated risks, but also face funding constraints to mitigate the risks. They want to establish an industry, expand it to enlarge the business scope, but they don't have sufficient collateral to secure financing from the financiers. As a result, many lenders are reluctant to take the risk of financing them. The central bank should consider introducing the facility for collateral-free or unsecured portions of financing for productive MSME industries, irrespective of pre-financing or refinancing schemes. Thus, the funding will be inclusive for the industrial manufacturers, leading to intensified local production. To encourage the MSMEs in Bangladesh, International Finance Corporation (IFC) in cooperation with financial institutions operated in Bangladesh like with HSBC Bangladesh, IDCOL, Brac Bank PLC, Eastern Bank PLC has also invested funds in the form of Risk Sharing Facilities (RSFs) to support agribusiness, renewable energy, solar rooftop projects and trade and working capital solutions for MSME commercial and industrial users and exporters in Bangladesh. It's undoubtedly broadening the MSME financing scope and encouraging financial inclusion. Finally, to boost the local industries and to reduce the financing gap, it is now an exigency to promote digital supply chain finance as well as risk-sharing facilities for the MSMEs in Bangladesh.

Published in The Financial Express on August 13, 2025;

Importance of Accredited Laboratories in the Industry 4.0 Revolution

Md. Ahashan Habib
President
Association of Testing Laboratories
Bangladesh

The Fourth Industrial Revolution, commonly referred to as Industry 4.0, represents a paradigm shift in the way industries operate, innovate, and compete. Driven by advanced technologies such as artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), robotics, machine learning, big data analytics, and smart automation, Industry 4.0 transforms traditional production systems into intelligent and interconnected ecosystems. This transformation not only enhances productivity but also redefines global competitiveness, sustainability, and consumer expectations.

In this rapidly evolving industrial era, accredited laboratories have emerged as key enablers of trust, innovation, and quality assurance. They are instrumental in verifying accuracy, validating compliance, and ensuring safety across diverse industries. Without accredited laboratories, the seamless integration and reliability of Industry 4.0 technologies would be severely compromised. This article explores in depth the importance of accredited laboratories in the context of the Fourth Industrial Revolution.

Ensuring Accuracy and Reliability in a Data-Driven Era

Industry 4.0 relies fundamentally on data-driven decision-making. Smart factories, autonomous machines, and digital supply chains all depend on precise and trustworthy data. For example, predictive maintenance systems rely on sensor data to identify potential failures before they occur, while quality monitoring systems use real-time data to minimize defects in manufacturing.

In such a setting, unreliable or inaccurate data can lead to operational disruptions, safety risks, and economic losses. Accredited laboratories, assessed against globally recognized standards such as ISO/IEC 17025, play a pivotal role in ensuring measurement accuracy and testing reliability. Their results are independently validated, impartial, and scientifically sound. This accuracy reduces uncertainty, mitigates risks, and enhances confidence in critical decision-making processes that define Industry 4.0.

Driving Innovation and Product Development

The Fourth Industrial Revolution is marked by rapid innovation in materials, components, and production technologies. Industries are increasingly working with nanomaterials, advanced polymers, lightweight alloys, and smart sensors to improve efficiency and sustainability. However, every new

product or process must undergo rigorous testing to ensure safety, performance, and compliance with technical standards.

Accredited laboratories accelerate innovation by providing the testing and calibration services required to validate these novel developments. Whether it is a new generation of energy-efficient batteries, AI-enabled medical devices, or autonomous vehicle components, accredited laboratories provide the impartial evidence needed to bring innovations from research to market. By doing so, they act as catalysts of technological progress while ensuring that advancements remain safe, effective, and globally acceptable.

Facilitating Global Trade and Market Access

Industry 4.0 is inherently global. Supply chains are distributed across continents, and products manufactured in one country are frequently exported to another. However, international trade requires that products comply with the technical regulations and safety standards of importing countries.

This is where accredited laboratories play a central role. Through frameworks like the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and the Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC), test reports and calibration certificates issued by accredited laboratories are mutually recognized worldwide. This recognition reduces duplication of testing, eliminates trade barriers, and ensures that compliance is accepted across borders.

For businesses adopting Industry 4.0 practices, accreditation thus provides a passport to global markets, enabling them to compete internationally with confidence and efficiency.

Enhancing Reliability of IoT and Cyber-Physical Systems

At the core of Industry 4.0 are interconnected systems such as IoT-enabled devices, autonomous robots, and cyber-physical systems. Their success depends on interoperability, security, and resilience. A malfunction in one device can disrupt entire networks, causing financial losses and safety hazards.

Accredited laboratories test and validate the performance, compatibility, and cybersecurity of these interconnected systems. For example, they ensure that smart sensors function accurately under varying conditions, communication protocols meet interoperability standards, and devices comply with international safety guidelines. Moreover, with the rise of cyber threats, accredited laboratories also contribute to cybersecurity assurance, verifying that Industry 4.0 devices are resistant to hacking, data breaches, and unauthorized manipulation.

Building Consumer and Stakeholder Confidence

In the digital age, consumer expectations are higher than ever. People demand safe, high-quality, and environmentally sustainable products. Industry 4.0 enables mass customization and real-time responsiveness to consumer needs, but this must not come at the expense of safety and compliance.

Accredited laboratories serve as independent, impartial authorities that provide objective evidence of product quality. Their scientifically validated results build trust between manufacturers, regulators, and consumers. Whether it is a medical device, an automotive part, or a food product tested for contaminants,

the assurance of an accredited laboratory instills confidence that the product is safe, reliable, and compliant with international standards.

This trust is especially vital in competitive digital marketplaces, where consumer confidence can directly determine brand reputation and long-term success.

Supporting Sustainability and Green Manufacturing

Sustainability is one of the defining features of Industry 4.0. Smart technologies are increasingly being deployed to minimize waste, optimize energy use, and reduce environmental impact. However, verifying environmental performance requires credible and scientific evidence.

Accredited laboratories support sustainable growth by offering services such as emissions testing, energy performance analysis, life-cycle assessments, and environmental monitoring. Their results help industries comply with environmental regulations and contribute to international goals like the UN Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement.

By enabling evidence-based compliance and innovation, accredited laboratories empower industries to pursue greener manufacturing practices without compromising on efficiency or competitiveness.

Bridging Industry and Regulation

As Industry 4.0 evolves, governments and regulators are continuously updating standards, policies, and compliance frameworks. Accredited laboratories act as a bridge between industries and regulators, ensuring that industrial practices align with national and international laws.

For example, industries manufacturing autonomous vehicles, drones, or medical technologies must comply with highly regulated safety frameworks. Accredited laboratories provide the technical evidence required for regulatory approval, ensuring that innovation proceeds responsibly while protecting public health and safety.

Conclusion

The Industry 4.0 revolution represents more than just a technological transformation; it signifies a new era of industrial intelligence, global connectivity, and sustainability. In this complex and fast-moving landscape, accredited laboratories are indispensable.

They provide accuracy in data, ensuring that smart systems function reliably. They drive innovation by validating new materials and technologies. They enable global trade by offering internationally recognized compliance. They strengthen cyber-physical systems by verifying interoperability and security. They build trust with consumers and stakeholdersby ensuring product safety and quality. And they promote sustainability by supporting industries in adopting eco-friendly practices.

Without accredited laboratories, the promise of Industry 4.0—an interconnected, intelligent, and sustainable industrial ecosystem—would remain incomplete. As industries continue to embrace digital transformation, accredited laboratories will remain at the forefront, serving as pillars of trust, credibility, and progress in the Fourth Industrial Revolution.

সম্ভাবনাময় অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ শিল্প খাত

ইঞ্জিঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সভাপতি
বাংলাদেশ অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতি.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ রয়েছে, যা প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যানবাহন মেরামতের মাধ্যমে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখছে এবং অর্থনীতিকে গতিশীল করছে। এই শিল্প শুধু অকেজো গাড়িকে সচল করে আমদানিনির্ভরতা কমাচ্ছে না, বরং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়েও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এই সম্ভাবনাময় শিল্পকে আরও উন্নত করতে সরকারের বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন। বিশেষ করে শিল্প মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগ, আধুনিক প্রযুক্তি সহায়তা এবং নীতিগত সহযোগিতা এ খাতকে টেকসই ভিত্তি দেবে। সমিতি ও সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় দেশীয় উৎপাদন বাড়ানো, মানসম্মত যন্ত্রাংশ তৈরি এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

বর্তমান বিশ্বে দ্রুত হাইব্রিড ও ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবহার বাড়ছে। বাংলাদেশেও এই প্রবণতা শুরু হয়েছে। এসব আধুনিক যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ কারিগর তৈরি অপরিহার্য। এজন্য কারিগরি শিক্ষা, আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা-ভিত্তিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা সময়ের দাবি।

অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতি বিশ্বাস করে– সরকারের সহযোগিতা, শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনা এবং আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই খাত আগামী দিনে দেশের অর্থনীতিতে আরও বড় অবদান রাখবে।

সবশেষে, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি এই মহতী মেলার আয়োজন করার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

List of stall owners participated in the Fair

Runner Automobiles PLC
138/1 Tejgaon I/A,
Dhaka-1208
Phone: 09611222000

Rancon Motor Bikes Ltd
387, Tejgaon I/A
Dhaka-1208
Phone: 16638

IFAD Autos PLC
Plot 7 (New)
Tejgaon Industrial Area
Dhaka-1208
Phone: 09612114444

Uttara Motors Ltd.
Uttara Centre
102 Shahid Tajuddin Ahmed Sarani
Tejgaon, Dhaka 1208, Bangladesh
Phone: 02-41025160-4

Akij Motors
Akij Chamber, 73 Dilkusha
Dhaka-1000
www.akijmotors.com

Bangladesh Automobile Workshop Malik Samity
71/1 Shahid Tajuddin Ahmed Sharani
Mohakhali, Dhaka-1212
Phone: 01730051790

List of stall owners participated in the Fair

Bangladesh Diesel Plant Ltd.
Gazipur Cantonment
Shimultoly Joydebpur
Gazipur-1700.
Phone No :+88 02 223375606

Lub-rref (Bangladesh) PLC.
7th floor, Rupayan Trade Center
Banglamotor, Dhaka-1000.
Phone: +88-02-55138710

Safat Battery and Lead Refining Industry
Barthec, Bhawal Narayanpur
Kapasia, Gazipur, Bangladesh
Mobile: 01714-478467

Alim Industries Limited
BSCIC I/E, Gutatikor
Kodomtoli, Sylhet
+880961969696
info@alim.com.bd
Mobile: 01711921477

Janata Engineering
Shahapur, Sharatgang Bazar
Chuadanga, Banglaesh.
info.janataeng@gmail.com
Mobile: 01711960861
01866243484

Mahbub Engineering Workshop
BSCIC I/E, Jamalpur-2000
+8801746065179
mahbub_jam@yahoo.com

GSM Engineering
GSM Complex
Jinaidhoh Road, Bottoial, Kustia
+8801715089004
saifulcm@gmail.com

AMI Ltd.
Suite # 5/5, Level 5
Kabbokos Super market
3/D, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215
Mobile: 01704171988
E-mail: amilimitedbd@gmail.com

Advance Agro Engineering
Choyna (Maraicol) Boulai
Kishoreganj Sadar
Kishoreganj-2300
Mobile: 01713075700
01810062562

R K Metal
1No, Habeli Gopalpur
Faridpur Sador, Faridpur
Phone: 01710928977

Raju Engineering Works
15/21, Tipu Sultan Road, Wari
Dhaka1203.
Cell:01710-977711
rajueng1982@gmail.com
shahriarahmed240@gmail.com

Abul GasKit Center & Engineering Works
74/1, Lalmohon Saha Street
Dholaikhal,
Dhaka-1100.
Cell:01711-614496
beioa2008@gmail.com

List of stall owners participated in the Fair

Progoti Engineering Works
23, Tipu Sultan Road
Dhaka-1203.
Matuail, Rashidbar
Rayerbag, Jatrabari,
Dhaka. Cell:01713-014825
E-mail: progoti2@gmail.com

Suchana Metal Works
Equria (Tilabari), South Keraniganj
Dhaka. Ph:01713-009488
zakir.hossain1963@gmail.com

M/S Salam & Brothers
5, BCC Road (3rd floor)
Nawabpur
Dhaka-1203.
Cell:01713-084447,
zakir.hossain1963@gmail.com

Metal Fairs & Engineering Works
25/4, Tipu Sultan Road, Wari,
Dhaka-1203.
Cell:01716-045939
metalfairs@gmail.com

M/S. Mico Agro Industries
BSCIC, I/A, Charnoabad
Sukhdeb, Vola Sadar
Vola. Office: 98
Nawabpur Road,Wari, Dhaka-1203.
Cell:01711-538071,
mico_morshed@hotmail.com

Modina Rim & Parts Ltd.
Plot: S1/A, BSCIC I/A, Jashore
Cell:01778-401150,
hr.modinagroup@gmail.com

Al-Helal Engineering Workshop
Bottoil BSCIC I/A
Kustia-7000.
Cell: 01722 591256,
alh974888@gmail.com

M/s. Asha Engineering Works
SBC Road, Lohapatti
Baro Bazar, Kushtia – 7000
Cell: 01711 468653,
E-mail:ashaengmiz@gmail.com

Bogra MotorS Pvt Ltd
BSCIC Industrial Esate
Bogura 5800, Bangladesh
Phone: (+88) 02.589903413
Cell: 01711-801936
E-mail: bogramotors@gmail.com

NCC Bank PLC.
NCC Bank Bhaban
13/1 - 13/2, Toyenbee Circular Road
Motijheel C/A, Dhaka - 1000
Bangladesh
Phone: 09666700008

Shahjalal Islami Bank PLC
Shahjalal Islami Bank Tower
Plot-4, Block-CWN(C)
Gulshan Avenue, Dhaka-1212
Bangladesh
Phone: 02-222264736

Mercantile Bank PLC
61, Dilkusha Commercial Area
Dhaka-1000
Phone: +88-02-223382295

List of stall owners participated in the Fair

Meghna Group of Industries
Head Office
Fresh Villa
House # 15, Road # 34, Gulshan-1
Dhaka-1212, Bangladesh
Phone : +880-9666777055

Universal Medical College Hospital Ltd.
74G/75, New Airport Road
(Beside Mohakhali Flyover)
Mohakhali (Opposite of RAOWA)
Dhaka -1215
Phone: +88 09606111222

Pubali Bank PLC
26 Dilkusha Commercial Area,
Dhaka 1000, Bangladesh
Phone : +88 02223381614

Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC)
116 (KHA)
Tejgaon Industrial Area
Dhaka-1208
Phone: +88-02-55030051

Ahsanullah University of Science and Technology
141 & 142, Love Road
Tejgaon Industrial Area
Dhaka-1208.
Tel. (8802) 8870422

BUET Automobile Club
Department of
Mechanical Engineering
BUET, Dhaka-1000
Call us at: +8801685293424

Easy Cook Food Processing Limited
House-43, Road-6
Block-C, Niketon
Gulshan-1, Dhaka
Mobile:01841-635930

InterBiz
www.interbizengineering.com